প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?

গবেষণা সিরিজ-১৯

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩

E-mail : qrfbd2012@gmail.com

www.qrfbd.org

For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ

Admin- 01944411560, 01755309907

Dawah- 01979464717

Publication- 01972212045

ICT- 01944411559

Sales- 01944411551, 01977301511

Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1381-6

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৫

পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

হাসনা এ্যাডভার্টাইজিং

২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০

ই-মেইল : hasnaad06@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ	২৮
৭	হাদীসের প্রয়োজনীয়তা	২৮
৮	হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থার বিবর্তনধারা	৩২
৯	হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞা ও তার পর্যালোচনা	৪৬
১০	হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা	৪৮
১১	হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতা ও তার পর্যালোচনা	৫৯
১২	হাদীসের বিভিন্ন অংশ	৫৯
১৩	হাদীস জালকরণ	৬০
	জাল হাদীস তৈরির কারণ	৬২
	জাল হাদীস প্রচারের পদ্ধতি	৬৩
	জাল হাদীস তৈরির পরিমাণ	৬৩
১৪	হাদীসশাস্ত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের কারণ	৬৫
১৫	হাদীসের পরিভাষার বিবর্তনের ক্রমধারা	৬৫
১৬	সহীহ হাদীস	৬৯
১৭	সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রচলিত অসতর্ক ধারণার কুফল	৬৯
১৮	প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা	৭০
১৯	‘সহীহ হাদীস’ বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হাদীস না বোঝানোর দলিলসমূহ	৭৩

২০	প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে ‘সহীহ হাদীস’ বাছাই পদ্ধতির দুর্বলতা এবং তার কুফল	৭৮
২১	প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে ব্যবহৃত ‘সহীহ হাদীস’ পরিভাষাটির নাম পরিবর্তন	৮৫
২২	বর্তমান ‘সহীহ’ ও ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করে ‘প্রকৃত সহীহ হাদীস’-এর সংকলন রচনা	৮৭
	ক. বর্তমান ‘সহীহ’ ও ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করে প্রকৃত সহীহ হাদীসের নতুন তালিকা তৈরি করতে যাওয়া সংগত হবে কি না	৮৭
	খ. হাদীসের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য	৯২
	গ. মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হওয়া হাদীসের নামকরণ	৯৪
২৩	হাদীস ব্যাখ্যার মূলনীতি	৯৫
২৪	প্রচলিত ‘সহীহ হাদীস’-এর মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা বা পদ্ধতি	১০৯
২৫	প্রচলিত ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করার ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহচিত্র/মূলনীতি	১১১
২৬	হাদীস নিয়ে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন যা করেছে ও করবে	১১২
২৭	শেষ কথা	১১৭

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সারসংক্ষেপ

ইসলামে 'হাদীস' জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। 'হাদীস' না হলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক। উৎস তিনটির মধ্যে আকল/Common sense/বিবেকের ভূমিকা দারোয়ান তুল্য। জীবন সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে উৎস তিনটির যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমান মুসলিম সমাজে আকল/Common sense/ বিবেক জ্ঞানের উৎস হিসেবে চালু নেই। এর ফলে দারোয়ান না থাকায় ইসলামের ঘরের অনেক মূল তথ্য চুরি হয়ে গেছে।

মানব সভ্যতার শত্রু ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা যে পদ্ধতিতে আকল/ Common sense/বিবেককে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হতে বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে সে একই কর্মনীতির মাধ্যমে তারা হাদীসকে জ্ঞানের উৎস হতে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে আহলুল কুরআন নামের একটি দল দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। এরা কুরআন মানে কিন্তু হাদীস মানে না। বর্তমান মুসলিম সমাজে হাদীস সম্পর্কিত চালু থাকা দুটি কথা আহলুল কুরআনদের সমর্থক সংগ্রহে দারুণভাবে সাহায্য করছে। কথা দুটি হলো–

১. (প্রচলিত) সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে বা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না

২. হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে।

এ কথা দুটি অবশ্যই যেকোনো আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন মুসলিমকে হাদীসের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তুলবে এবং তুলছে। আর এ মানুষগুলোর অনেকে আহলুল কুরআনদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। আহলুল কুরআনরা সফল হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির মানবকল্যাণমূলক অসংখ্য কথা হারিয়ে যাবে। ফলে মানবসভ্যতা অপরিসীম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের হাদীস প্রিয় অসংখ্য আলিম ও সাধারণ মানুষ এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একেবারেই অবগত নন। তাই তারা প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের সংস্কারমূলক যেকোনো কথা শুনলে তাকে হাদীস বিরোধী কথা মনে করেন।

আশা করা যায় পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে উল্লেখ থাকা 'হাদীস' ও 'সহীহ হাদীস' সম্পর্কে প্রকৃত তথা মুসলিম জাতি জানতে পারবে। ফলে যারা যথাযথ অবস্থানে আছেন তারা প্রচলিত হাদীস-শাস্ত্রের সংস্কারের জন্য জরুরিভিত্তিতে এগিয়ে আসবেন এবং হাদীসকে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًاۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো—

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন— মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর আকল/Common sense/বিবেক হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল ও ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় এবং অনেক মৌলিক বিষয়ের আল্লাহর করা ব্যাখ্যা। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবগুলো আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন– ‘কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।’[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

---

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۙ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা হতে আমাকে বিরত রাখতে পারতে। (সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۙ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا .

বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না। (সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২২)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস হতেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার

না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। আকল/Common sense/বিবেকের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সে মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো عَقْلٌ/ বোধশক্তি/Common sense/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَی الۡمَلٰٓئِکَةِ فَقَالَ اَنۡۢبِـُٔوۡنِیۡ بِاَسۡمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবি ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ হতে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত হতে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য হতে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ

---

৪. كُلَّهَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَم এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۙ قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) ‘ইলহাম’ করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে ‘ইলহাম’ তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা ‘ইলহাম’ নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা’য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

---

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

.. .. .وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি হতে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– আকল/Common sense/বিবেক আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ হতে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ফিতরাত শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ হলো নৈসর্গিক জ্ঞান। তাই হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে নৈসর্গিক তথা আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য হতে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, আকল/Common sense/বিবেক সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ হতে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্‌সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল/ Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়- আকল/Common sense/বিবেক অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) হতে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

♦ আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নম্বর- ২২২২০।

♦ হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ হতে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস হতে সহজে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। আকল/Common sense/বিবেকের এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো আকল/Common sense/বিবেকের মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির আকল/Common sense/বিবেকের উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে ‘ইজমা’ (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/ বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের **১৫, ১৬** ও **১৭** নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো−

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

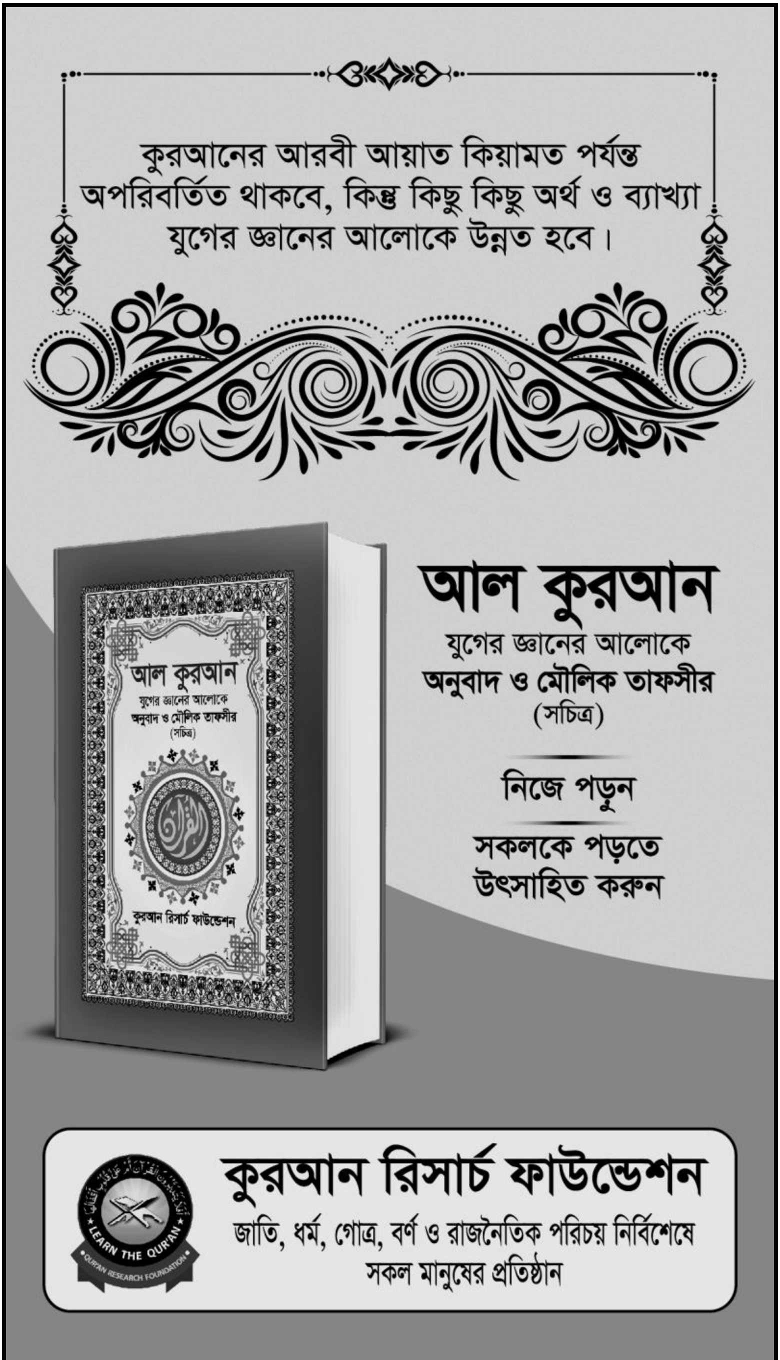
কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
নিজে পড়ুন
সকলকে পড়তে উৎসাহিত করুন
LEARN THE QUR'AN
QUR'AN RESEARCH FOUNDATION
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

ইসলামী জীবন বিধানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক। বিজ্ঞান (Science) হলো আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য হলো– কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান, তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর আকল/Common sense/বিবেক জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। অন্যদিকে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাবহারিক (Practical) পার্থক্য হলো– আল্লাহ তা'য়ালা (কুরআন) মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী। রসুল স. (সুন্নাহ) মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। আর আকল/Common sense/বিবেক, যা মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান। ব্যাবহারিক দিক হতে ২য় দৃষ্টিকোণের পার্থক্য হলো– কুরআন মানদণ্ড জ্ঞান। সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান। আর আকল/Common sense/বিবেক বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান। উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায় জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির গুরুত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তবে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে উৎস তিনটির যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য।

বর্তমান মুসলিম সমাজে আকল/Common sense/বিবেক জ্ঞানের উৎস হিসেবে চালু নেই। এর ফলে দারোয়ান না থাকায় ইসলামের ঘরের অনেক মূল তথ্য চুরি হয়ে গেছে। মানব সভ্যতার শত্রু ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা যে পদ্ধতিতে আকল/Common sense/বিবেককে জ্ঞানের উৎস হতে বাদ দেওয়াতে সক্ষম হয়েছে তা হলো– প্রথমে মু'তাজিলা (প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা, সময়কাল : ৮০-১৩১ হি.) নামের একটি দল তৈরি করা হয় এবং তাদের দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে আকল/Common sense/বিবেককে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করা হয়। অর্থাৎ মু'তাজিলাদের দিয়ে প্রচার করানো হয়– কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর

সাথে আকল/Common sense/বিবেকের বিরোধ হলে কুরআন ও সুন্নাহর রায় বাদ দিয়ে আকল/Common sense/বিবেকের রায়কে গ্রহণ করতে হবে। এ কথায় সকল মুসলিম যখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তখন অন্যদের দিয়ে 'আকল/Common sense/বিবেক জ্ঞানের কোনো ধরনের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়' কথাটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তা এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। এটি দুষ্টদের একটি অতিপ্রিয় কর্মনীতি। কর্মনীতিটি হলো− If you want to kill a good dog give him a bad name and then kill him. বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে− **ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক বইটিতে।

অভিন্ন কর্মনীতির মাধ্যমে ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা হাদীসকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হতে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে আহলুল কুরআন নামের একটি দল দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। এরা কুরআন মানে কিন্তু হাদীস মানে না। বর্তমান মুসলিম সমাজে হাদীস সম্পর্কিত চালু থাকা দুটি কথা আহলুল কুরআনদের সমর্থক সংগ্রহে দারুণভাবে সাহায্য করছে। কথা দুটি হলো−

১. (প্রচলিত) সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে বা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না।
২. হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে।

এ কথা দুটি যেকোনো আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন মুসলিমকে অবশ্যই হাদীসের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তুলবে এবং তুলছে। আর এ মানুষগুলোর অনেকে আহলুল কুরআনদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। আহলুল কুরআনরা সফল হলে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির মানব-কল্যাণমূলক অসংখ্য কথা হারিয়ে যাবে। ফলে মানব সভ্যতা অপরিসীমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের হাদীসপ্রিয় কোটি কোটি আলিম ও সাধারণ মানুষ তাদের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত নন। তাই তারা প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের সংস্কারমূলক যেকোনো কথা শুনলেই তা হাদীস বিরোধী কথা মনে করে।

হাদীস ও সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমার ধারণাও সাধারণ মুসলিমদের মতো ছিল। কিন্তু (প্রচলিত) সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে বা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না এবং হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে; কথা দুটি আমাকে গবেষণার দৃষ্টিকোণ হতে হাদীস পড়তে বাধ্য করে। পড়তে গিয়ে দেখি প্রচলিত কথা দুটি সঠিক না হওয়ার

বিষয়ে সকল হাদীসগ্রন্থে অনেক তথ্য আছে। কিন্তু সে তথ্যগুলোকে সামনে আনা হয়নি। তথ্যগুলো সামনে থাকলে হাদীস সম্পর্কে বিধ্বংসী কথা দুটি কোনোক্রমেই চালু হতে পারতো না।

এ কথাগুলো সামনে রেখেই বইটিকে পড়ার জন্য সকল পাঠকের কাছে অনুরোধ রইল। আশা করি বইটি পড়ার পর–

১. হাদীস ও (প্রচলিত) সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সকল মানুষ পেয়ে যাবে।
২. হাদীস নিয়ে আরও কাজ করার জন্য অনেক মুসলিম এগিয়ে আসবেন।
৩. আহলুল কুরআনগণ হাদীসকে জ্ঞানের উৎস এবং আমল থেকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে গঠনমূলকভাবে হাদীসের সংস্কারমূলক কাজ আরম্ভ করবেন।

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ

আরবী অভিধানে হাদীস শব্দের নিম্নোক্ত অর্থসমূহ পাওয়া যায়–

- কথা
- বক্তব্য
- উপন্যাস
- প্রচার করা
- আধুনিক
- বাণী
- খোশ-গল্প
- উপকথা
- নতুন
- সংবাদ
- কাহিনি।

হাদীসের প্রয়োজনীয়তা

আল কুরআনে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে। এ তথ্যটি কুরআন ও হাদীস যেভাবে বলেছে–

আল কুরআন

... ... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ... ...

আর আমি তোমার ওপর যে কিতাবটি নাযিল করেছি তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের বর্ণনা।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

... ...مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ... ... ...

আমি এ কিতাব (কুরআন)-এ কোনো কিছু উল্লেখ করতে বাদ রাখিনি।

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাহাজ্জুদ সালাত ছাড়া কোনো অমৌলিক বিষয় আল কুরআনে নেই। আবার ইসলামের মৌলিক আমলগুলোর (কাজ) বাস্তবায়ন পদ্ধতিও পর্যাপ্তভাবে কুরআনে উল্লেখ নেই। এটি কোনো তাত্ত্বিক গ্রন্থে থাকেও না। উদাহরণ স্বরূপ শল্যবিদ্যার (Surgery) কথা বলা যায়। শল্যবিদ্যায় টেক্সট বুক পড়ে কেউ অপারেশন শিখতে পারবে না। কারণ, সেখানে অপারেশন পদ্ধতি পর্যাপ্তভাবে উল্লেখ থাকে না। অপারেশন শেখানোর জন্য অপারেশন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ধারণ করা অপারেটিভ সার্জারি (Operative surgery) নামের আলাদা বই আছে। যেটি সকল ছাত্রকে পড়তে হয়।

আল কুরআন হলো ইসলামের তাত্ত্বিক গ্রন্থ (Text book)। তাই, শুধু কুরআন অধ্যয়ন করে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব নয়। আর তাই, আলোচ্য আয়াত দুটির শিক্ষা হলো– আল কুরআনে সকল মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু সকল আমলের বাস্তবায়ন পদ্ধতি পর্যাপ্তভাবে কুরআনে নেই। তাই কুরআনে উল্লিখিত আমলের বাস্তবায়ন পদ্ধতি জানার জন্য প্রধানত হাদীসের প্রয়োজন। আর প্রধানত এ কারণেই আল কুরআনে রসুল (স.)-কে অনুসরণ করাকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা

(ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেতো, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি (স.) আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দুটির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন।

তিনি (স.) আরও বলতেন– অতঃপর **নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ।** অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন কিছু উদ্ভাবন (বিদ'আত)। আর প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও বলতেন– আমি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- ♦ হাদীসটির সনদ মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানবজীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক (Theoretical) কথা ধারণকারী সর্বোত্তম গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সর্বোত্তম বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক (Applied) পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ. ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.

ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুতবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। **নিশ্চয় একমাত্র সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ।** আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে।

অতঃপর বলতেন– আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দুটি আঙুল তর্জনী ও মধ্যমার মতো (তর্জনী ও মধ্যমার মতো আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না)। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেতো যেন তিনি কোনো সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন– শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্য আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

- ♦ আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমেও ১নং হাদীসের অনুরূপ শিক্ষা জানানো হয়েছে।

হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থার বিবর্তনধারা

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বোঝা সহজ হবে যদি হাদীসের সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থার বিবর্তনধারাটি সামনে থাকে। তাই চলুন প্রথমে এ বিষয়টি জানা যাক। বিষয়টি নিম্নলিখিত উপধারায় আলোচনা করা হবে–

১. রসুল (স.)-এর মক্কী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা।
২. রসুল (স.)-এর মাদানী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা।
৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার পদ্ধতি।
৪. সাহাবীদের যুগ প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত (১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত) হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা।
৫. হিজরী ১ম শতকের শেষ থেকে ২য় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা।
৬. হিজরী ২য় শতকের মাঝামাঝি থেকে ৪র্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা।
৭. হিজরী ৫ম শতক থেকে বর্তমান কাল (২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা।
৮. ভবিষ্যতে হাদীস সংগ্রহ।

এখন প্রতিটি উপধারার প্রকৃত অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেওয়া যাক–

১. রসুল (স.)-এর মাক্কী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

নবুওয়াতের শুরু থেকেই কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রসুল (স.) নিজের তত্ত্বাবধানে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু শুরু থেকে যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা বর্ণনা ভঙ্গি, উপস্থাপন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি দেখে কোনটি কুরআনের আয়াত আর কোনটি কুরআনের আয়াত নয়, তা বোঝার যোগ্যতা অর্জন করেননি ততদিন পর্যন্ত হাদীস লিখতে রসুল (স.) নিষেধ করেছেন। এটি তিনি করেছিলেন কুরআনের সাথে তাঁর কথা মিশে যাওয়ার মাধ্যমে ইসলামের অকল্পনীয় ক্ষতি এড়ানোর জন্য। হাদীসগ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর যে বক্তব্য পাওয়া যায় তার একটি হচ্ছে-

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، ... ...

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩০০৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

রসুল (স.)-এর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে মক্কী জীবনে হাদীস লিখে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখন হাদীস সংরক্ষণের একমাত্র উপায় ছিল মুখস্থ রাখা। আর হাদীস প্রচারের একমাত্র উপায় ছিল মৌখিক প্রচার।

২. রসুল (স.)-এর মাদানী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

হিজরতের পর তথা নবুওয়াতের ১৩-১৪ বছর পর মুসলমানরা যখন কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তখন রসুল (স.) হাদীস লেখার সাধারণ অনুমতি দেন। এ ব্যাপারে রসুল (স.)-এর কয়েকটি হাদীসের একটি হচ্ছে–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ ... ... حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ...

... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ

الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয় মুসাদ্দাদ ও আবূ বকর ইবন আবী শায়বাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি নবী করিম (স.) হতে শোনা প্রতিটি কথা সংরক্ষণের জন্য লিখে রাখতাম। এটি দেখে কুরাইশ সাহাবীগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। আমাকে তাঁরা বলেন, তুমি রসুল (স.)-এর মুখে যা শোনো তা সবই লিখে রাখো? অথচ রসুল (স.) একজন মানুষ। তিনি কখনও সন্তোষ এবং কখনও রাগের মধ্যে থেকে কথা বলেন। অতঃপর আমি হাদীস লেখা বন্ধ করে দেই এবং একদিন রসুল (স.)-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করি। রসুল (স.) এ কথা শোনার সাথে সাথে নিজের দুই ঠোঁটের দিকে ইশারা করে বললেন– তুমি লিখতে থাকো। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমার এই মুখ হতে প্রকৃত সত্য কথা ছাড়া কিছুই বের হয় না।

♦ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৬৪৬।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

এ ধরনের হাদীস থেকে জানা যায়, মাদানী জীবনে রসুল (স.) হাদীস লেখার সাধারণ অনুমতিই শুধু দেননি; বরং হাদীস লেখার পথে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তিনি তা দূর করে দিতেন। রসুল (স.)-এর অনুমতি ও উৎসাহ পেয়ে এবং হাদীস নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব করে যে সকল সাহাবী লেখাপড়া জানতেন (অতি অল্প সংখ্যক) তারা বিচ্ছিন্নভাবে হাদীস লিখে নিজ সংগ্রহে রেখে দিতেন– এ বিষয়ে প্রমাণও আছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও রসুল (স.) বিভিন্ন সাহাবীর মাধ্যমে লিখিয়ে নিতেন। তবে রসুল (স.)-এর জীবদ্দশায় যেখানে কুরআন সংকলিত হয়নি সেখানে হাদীস সংকলিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

♣♣ মোটকথা রসুল (স.)-এর জীবদ্দশায় হাদীস সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিল মুখস্থকরণ এবং হাদীস প্রচারের প্রধান বা প্রায় একমাত্র উপায় ছিল মৌখিক প্রচার। রসুল (স.)-এর ইন্তেকালের সময় সাহাবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১,১৪,০০০ (এক লাখ চৌদ্দ হাজার)।

(আল হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃষ্ঠা-১৩২)

এই ১,১৪,০০০ সাহাবীর সকলের পক্ষে সবসময় রসুল (স.) কাছে থেকে তাঁর সকল কথা শোনা বা সকল কাজ দেখা সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ সাহাবীর জানা থাকা হাদীসের মধ্যে কিছু ছিল রসুল (স.)-এর কাছ থেকে সরাসরি শোনা বা দেখা আর কিছু ছিল অন্য সাহাবীর (রা.) কাছ থেকে শোনা বা দেখা। এ দুয়ের অংশ এক এক সাহাবীর জন্য এক এক রকম ছিল।

(ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাত*, খ. ৪, পৃ. ২৮৩)

৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ সংকলন ও প্রচার পদ্ধতি

রসুল (স.) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কারো পক্ষে তাঁর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করা, রাসূলের কথাকে তাঁর কথা নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া এবং রসুল (স.)-এর কোনো কথার অপব্যাখ্যা করে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ ছিল না। কারণ, তেমন কিছু ঘটলেই সাহাবায়েকিরাম রসুল (স.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে সহজেই তা সমাধান করে নিতে পারতেন। কিন্তু রসুল (স.)-এর ইন্তেকালের পর এই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। একদিকে ওহীর জ্ঞান লাভের সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় অন্যদিকে অনেক নও-মুসলিম ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। কিছু মুনাফিকও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা রসুল (স.)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করারও চেষ্টা করে।

প্রথম খলিফার সময়কাল

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা মুনাফিক ও মুরতাদদের কঠোর হাতে দমন করেন। হাদীস বর্ণনা করার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করেন। বর্ণিত কোনো হাদীসের সত্যতা প্রমাণিত না হওয়ার আগে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তবে তিনি যে কুরআনের পরেই হাদীসের গুরুত্ব দিতেন তা স্পষ্ট বোঝা যায় খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর দেওয়া প্রথম ভাষণ থেকে। সেখানে তিনি বলেছিলেন–

اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّيتُ اَمْرَكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَلكِنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَسَنَّ النَّبِيُّ ﷺ السُّنَنَ فَعَلَّمَنَا فَعَلِمْنَا .

হে লোকগণ! আমাকে তোমাদের (রাষ্ট্রের) দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। কিন্তু কুরআন নাযিল হয়েছে এবং নবী করীম (স.) তাঁর সুন্নাত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি আমাদের এই উভয় জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমরা তা শিখে নিয়েছি।

(ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ১৮৩*)

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজে ৫০০ (পাঁচশত) হাদীসের এক সংকলন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে তিনি নিজেই তা নষ্ট করে দেন। এর কারণ হিসেবে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন–

১. তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর সংকলিত হাদীসে একটি শব্দও যদি রসুল (স.)-এর মূল বাণীর বিন্দুমাত্র বিপরীত হয়ে পড়ে তবে রসুল (স.)-এর সতর্কবাণী অনুযায়ী তাঁকে জাহান্নামের ইন্ধন হতে হবে।
২. তাঁর মনে এ ভয়ও জাগ্রত হয় যে, তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থকে মুসলিম জনগণ যদি কুরআনের সমতুল্য মর্যাদা দিয়ে বসে বা অন্য সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দিতে শুরু করে, তা হলে ইসলামের বিশেষ ক্ষতি হবে। (আস-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ৬৩)

দ্বিতীয় খলীফার সময়কাল

দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রা.)-এর দৃষ্টিতেও ইসলামের ভিত্তি হিসেবে কুরআনের পরই ছিল সুন্নাহ তথা রসুল (স.)-এর হাদীসের স্থান। তিনি অনেক হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন শাসকের কাছে প্রেরণ করেছিলেন এবং সর্বসাধারণদের তা ব্যাপক প্রচার করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। ইলমে হাদীসের শিক্ষা ব্যাপকতভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন।

(আঝলাতুল হুফ্ফাজ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬)

কিন্তু জাল হাদীসের মারাত্মক কুফল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তিনিও আবু বকর (রা.) এর ন্যায় হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেন। আবু মুসা আল আশআরী (রা.)-এর বর্ণিত একটি হাদীসের সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি তাঁকে বলেছিলেন–

لَتَأْتِيَنِّيْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ اَوْ لَاَفْعَلَنَّ بِكَ.

অবশ্যই তুমি এই কথার ওপর দলিল পেশ করো, নইলে অবশ্যই আমি তোমাকে শাস্তি দেবো।

(আয-যাহাবী, *তাজকিরাতুল হুফফাজ*, খ. ১, পৃ. ১১)

পরে তার সমর্থনে অপর এক সাহাবী সমর্থন দিলে তিনি আশ্বস্ত হন।

ওমর ফারুক (রা.)-এর সময় বিচ্ছিন্ন থাকা হাদীস সম্পদ সংকলন করার প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয়। ওমর (রা.) নিজেই এ বিরাট কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য সাহাবীর সাথে পরামর্শ করেন। মুসলমানরা তাঁর অনুকূলেই পরামর্শ দেন। কিন্তু পরে তাঁর নিজের মনে এ সম্পর্কে দ্বিধা ও

সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় এক মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তেখারা করেন। পরে তিনি নিজেই একদিন বললেন–

اِنِّيْ كُنْتُ ذَكَرْتُ لَكُمْ مِنْ كِتَابَةِ السُّنَنِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ. ثُمَّ تَذَكَّرْتُ فَاِذَا أُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ قَدْ كَتَبُوْا مَعَ كِتَابِ اللهِ كُتُبًا فَاَكَبُّوْا عَلَيْهَا وَتَرَكُوْا كِتَابَ اللهِ وَ اَنِّيْ وَاللهِ لاَ أُلْبِسُ كِتَابَ اللهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَ كِتَابَ السُّنَنِ .

আমি তোমাদের হাদীস লিপিবদ্ধ করার কথা বলেছিলাম এ কথা তোমরা জানো। কিন্তু পরে মনে পড়লো তোমাদের আগের আহলে কিতাবের কিছু লোক আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের নবীর কথা লিখে কিতাব রচনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করে তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কোনো কিছু মিশাবো না। অতঃপর তিনি হাদীস সংকলিত করার সংকল্প ত্যাগ করেন।

(ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা, খ. ১, পৃ. ২৭)

বস্তুত সংকলিত হাদীস গ্রন্থ পেয়ে লোকেরা হয়তো কুরআন থেকে তাকে বেশি গুরুত্ব দেবে এবং কেবল হাদীস অনুযায়ীই চলতে শুরু করবে, শুধুমাত্র এ ভয়েই ওমর (রা.) হাদীস সংকলনের কাজ পরিত্যাগ করেন। তিনি এটাকে যে নাজায়েয মনে করতেন না, তা তাঁর পূর্বোল্লিখিত কার্যকলাপ থেকে সহজে জানা ও বোঝা যায়।

তৃতীয় খলীফার সময়কাল

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর বর্ণনা করা হাদীসের সংখ্যা কম থাকার বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য হচ্ছে-

مَا يُمْنِعُنِيْ اَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنْ لاَ اَكُوْنَ اَوْعَى اَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّيْ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ عَلَى مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

রসুল (স.) হতে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকার কারণ এটা নয় যে, রসুল (স.)-এর সাহাবীদের মধ্যে আমি কম হাদীস জানি। আসল কারণ হলো– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি নিজেই রসুল (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি যা বলিনি যদি কেউ তা আমার কথা হিসেবে বর্ণনা করে তবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

(আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ৪৭৯)

তাই হযরত উসমান (রা.)-এর বর্ণনা করা কয়েকটি মাত্র হাদীস পাওয়া যায়।

চতুর্থ খলীফার সময়কাল

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) হচ্ছেন সে ক'জন সাহাবীর মধ্যে একজন যাঁরা নিজ হাতে রসুল (স.)-এর হাদীস লিখে রেখেছিলেন। তাঁর লিখিত হাদীস ভাঁজ করে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপে রেখে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম– আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে বুঝের শক্তি দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– আকল, বন্দি মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির দিয়ে হত্যা না করা বিষয়ক (কিছু হাদীস)।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

৪. সাহাবীদের যুগ প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত (১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত) হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

খুলাফায়ে রাশেদার শেষ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে নানাবিধ ফেতনার সৃষ্টি হয়। শিয়া ও খাওয়ারিজ দুটি ফিরকা স্থায়ীভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা হাদীস বানিয়ে রসুল (স.)-এর নামে চালিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে। তাই হাদীস পেলে মুনাফিকরা তা বিকৃত করে প্রচার করে ক্ষতি করতে পারে বা মুসলমানরা কুরআন বাদ দিয়ে হাদীসের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়তে পারে এসব কারণে সাহাবায়েকিরাম সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা ও প্রচার সাময়িকভাবে প্রায় বন্ধ রাখেন। শরীয়াতের মাসআলা-মাসায়েলের মীমাংসা কিংবা রাষ্ট্র শাসন ও বিচার-আচার প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে যখন হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়তো শুধু তখন তারা পরস্পরের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে এ সময় হাদীসের বিরাট সম্পদ মনে ধারণ করে অসংখ্য সাহাবী অতন্দ্র প্রহরীর মতো উপস্থিত ছিলেন।

দিন যত যেতে থাকে মুসলিম সমাজে তত নিত্য নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। মুসলিম জনসাধারণের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রসুল (স.)-এর কথা জানা জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে জীবিত সাহাবীগণ তাদের জানা হাদীস বর্ণনা করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে ইলমে হাদীস অর্জন করার প্রবল আগ্রহ জন্মে। তারা সাহাবীদের কাছে নানাভাবে রসুল (স.)-এর হাদীস শোনার আবদার শুরু করেন। এ কারণেও সাহাবায়েকিরাম তাদের স্মরণে বা লিখে রাখা হাদীস প্রকাশ করতে এবং শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হন। এ সময়ে বহু তাবেয়ী সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীস লিখে তা সংরক্ষণ ও প্রচারে লিপ্ত হন। হাদীস যথাযথভাবে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের কাজ এ পর্যায়ে কেউ করেছেন বলে ইতিহাসে কোনো নজির পাওয়া না গেলেও হাদীসের যে সকল লিখিত দলিল থাকার কথা ইতিহাস থেকে জানা যায় তার কয়েকটি হচ্ছে–

১. সহীফায়ে সাদেকা– হযরত আবদুল্লাহ আমর ইবনুল আস (রা.)-এর লিখিত দস্তাবেজ। (ইন্তেকাল ৬৩ হিজরী)
২. সহীফায়ে আলী (রা.)
৩. রসুল (স.)-এর লিখিত ভাষণ
৪. সহীফায়ে জাবির (রা.)
৫. সহীফায়ে সহীহা
৬. সহীফায়ে আনাস ইবনে মালেক (রা.)
৭. মাকতুবাতে নাফে (রহ.)

(আবু দাউদের ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০)

মোটকথা সাহাবীগণের সময়কাল প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত (সর্বশেষ সাহাবী ইন্তেকাল করেন ১১০ হি. সনে) হাদীস সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিল মুখস্থ রাখা। আর হাদীস প্রচারের প্রধান উপায় ছিল মৌখিক প্রচার। একজন সাহাবী অন্য একজন সাহাবী বা একজন তাবেয়ী একজন সাহাবীর কাছ থেকে সরাসরি রসুল (স.)-এর হাদীস শোনার জন্য অকল্পনীয় কষ্ট করে অনেক দূর ভ্রমণ করেছেন, এমন বহু ঘটনা হাদীস গ্রন্থ ও ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

(ইলমুর রিজালিল হাদীস, পৃষ্ঠা-৮৭)

৫. হিজরী ১ম শতকের শেষ থেকে ২য় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

এ সময়কালে তাবেয়ীদের এক বিরাট দল হাদীস সংগ্রহ, লেখা ও প্রচারের কাজে লেগে যায়। তাবেয়ী হচ্ছেন সেই মুমিনগণ যারা জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কিছু সময় তাঁর সাথে কাটিয়েছেন এবং ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন। একমাত্র হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.)-এর

কাছে ৮০০ (আটশত) তাবেয়ী হাদীস শিক্ষালাভ করেছেন। সাহাবীগণ যেমন রসুল (স.) এবং পরস্পরের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করেছেন, হাজার হাজার তাবেয়ী তেমনি সাহাবী ও অপর তাবেয়ীর কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন। সাইদ ইবনে মুসাইয়িব (মৃ. ৯৩ হি.), ইবনে সীরীন (মৃ. ১১০ হি.), নাফে (মৃ. ১১৭ হি.), জয়নুল আবেদীন, মুজাহিদ, মাসরুক, মাকহুল (মৃ. ১১৮ হি.), ইকরামা (মৃ. ১০৫ হি.), আতা (মৃ. ১১৫ হি.), কাতাদাহ (মৃ. ১১৭ হি.), শাবী (মৃ. ১০৫ হি.), আলকামা, ইব্রাহীম নখঈ (মৃ. ৯৬ হি.), ওমর বিন আবদুল আজিজ (মৃ. ১০১ হি.) প্রমুখ প্রবীণ তাবেয়ীগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে সকল সাহাবী ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন। তাই সহজেই বোঝা যায়, অনেক তাবেয়ী সাহাবীদের দীর্ঘ সহচর্য লাভ করেন।

তাবেয়ীদের মধ্যে সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ী হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (জন্ম ৬১ হি., মৃত্যু ১০১ হি.), ৯৯ হিজরী সালে খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল দুই বছর পাঁচ মাস। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার কারণে তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের পঞ্চম খলিফা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলামী জীবন-যাপন ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হাদীস এক অপরিহার্য সম্পদ। সাহাবায়েকিরামের প্রায় সকলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। অধিকাংশ তাবেয়ীও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যারা বেঁচে আছেন তারাও আর বেশি দিন থাকবেন বলে মনে হয় না। অতএব অনতিবিলম্বে এই মহান সম্পদ সংগ্রহ ও সংকলন একান্ত দরকার। এটি ভেবেই তিনি ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্ত ফরমান লিখে পাঠান–

أُنْظُرُوا حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاجْمِعُوْهُ.

রসুল (স.)-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও। তা একত্র করো।

(ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ১, পৃ. ১৯৫।)

মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযম (রহ.)-কেও তিনি নিম্নোক্তভাবে ফরমান লিখে পাঠান–

أُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ تَقْبَلْ إِلاَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا.

রসুল (স.)-এর হাদীসের মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে রাখো। কেননা আমি জ্ঞানচর্চা ও ইলমে হাদীসের ধারকদের বিলুপ্তির ভয় পাচ্ছি। আর নবী (স.)-এর হাদীস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না। লোকেরা যেন ইলমে হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং হাদীস শিক্ষাদানের জন্য মজলিস করে, যেন যারা জানে না তারা শিখে নিতে পারে। কারণ, জ্ঞান গোপন করলে তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
(ইবন বাত্তাল, *শারহে সহীহুল* বুখারী (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রশদ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭৭; আব্দুল্লাহ বিন বায (তাহকীক), *ফাতহুল বারী* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৯৪; বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৯)

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাবেয়ী ইমাম জুহরীকে বিশেষভাবে হাদীস সংকলনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।
(আল-জামেউ বয়নিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, তবাকাতে ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফরমান জারি করার পর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না (মৃ. ১০১ হি.)। কিন্তু তাঁর ফরমানের ফলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের যে প্রবাহ শুরু হয়েছিল তা পরের কয়েকশত বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাবেয়ীগণ বিভিন্ন শহরে থাকা সাহাবী বা তাবেয়ীদের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতেন।

তাবেয়ী যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্রমপদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম সুফিয়ান আছ-ছাওরী (রহ.) বলেন–

أَوَّلُ الْعِلْمِ الإِسْتِمَاعُ ثُمَّ الإِنْصَاتُ ثُمَّ الْحِفْظُ ثُمَّ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّشْرُ .

প্রথমে শ্রবণ করা হতো, পরে তাতে মনোযোগ দেওয়া হতো, তারপর মুখস্থ করা হতো, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল শুরু হতো এবং তারপর তা প্রচার করা হতো। (ইবন হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১, পৃ. ১৯৩)

অর্থাৎ সাহাবায়েকিরামের যুগের মতো তাবেয়ী যুগেও হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রধান উপায় ছিল মুখস্থকরণ ও মৌখিক প্রচার।

হিজরী ২য় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবেয়ীদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্রিত করতে থাকেন। খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর সরকারি ফরমান এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ যুগেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক কিতাবুল আসার নামক একটি হাদীস গ্রন্থ

সংকলিত হয়। মুসলিম উম্মাহর কাছে থাকা হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ। ইমাম আবু হানীফার আগে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকের মাধ্যমে হাদীস সংগৃহীত ও লিখিত হয়েছিল কিন্তু ঠিক গ্রন্থ প্রণয়নের ধারায় হাদীসের কোনো গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। কিতাবুল আসার-এর পরপরই সংকলিত হয় ইমাম মালিক (রহ.)-এর মুয়াত্তা।

প্রসিদ্ধ কয়েকজন তাবেঈ ও তাবে-তাবেয়ীন হলেন– ইমাম আবু হানীফা (জন্ম ৮০ হি.), ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮৩ হি.), ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী, ইমাম আওযায়ী (মৃ. ১৫৭ হি.), ইমাম শুবা, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (৯৭-১৬১ হি.), ইমাম লাইস ইবনে সায়াদ (৯৪-১৬৫ হি.), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (১০৭-১৯৮ হি.), ইমাম ইবনে জুরাইজ (৮০-১৫০ হি.), ইবনে আমের (রাহিমাহুমুল্লাহ আনহুম)।

৬. হিজরী ২য় শতকের মাঝামাঝি থেকে ৪র্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

এ যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাপকতা লাভ করে। এ যুগের প্রসিদ্ধ কাজগুলো হলো–

১. মুসনাদ প্রণয়ন

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রথম ভাগে 'মুসনাদ' নামক হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। মুসনাদ বলা হয় সেই ধরনের হাদীস গ্রন্থকে যেখানে এক এক জন সাহাবীর বর্ণনা করা সকল হাদীস বিষয়বস্তু নির্বিশেষে একত্রিত করে উল্লেখ করা হয়। এখানে হাদীস সহীহ কি সহীহ না সেদিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়া হতো না। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সনদ সূত্রে যত হাদীস গ্রন্থকার মুহাদ্দিসের কাছে পৌঁছেছে, সহীহ কি সহীহ নয় সেদিকে বেশি দৃষ্টি না দিয়ে সনদ উল্লেখপূর্বক তা বর্ণনা করা হয়েছে 'মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিক' শিরোনামের অধীনে। এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন দোষমুক্ত না হলেও এতে যে কল্যাণ আছে তা স্বীকার করতেই হবে।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থের নাম গ্রন্থকারের ইন্তেকালের হিজরী সনসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো– মুসনাদ উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (মৃ. ২১৩ হি.), মুসনাদুল হুমায়দী (মৃ. ২১৯ হি.), মুসনাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (মৃ. ২৩৮ হি.), মুসনাদ উসমান ইবনে আবু শায়বাহ (মৃ. ২৩৯ হি.), মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (জন্ম ১৬৪ হি., মৃ. ২৪১ হি.), আল মুসনাদুল কাবীর কুরতুবী (মৃঃ ২৭৬ হি.), মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী (মৃ. ২০৪ হি.)।

২. আসমা উর-রিজাল এবং হাদীস পর্যালোচনা ও সমালোচনা বিজ্ঞান প্রণয়ন

তৃতীয় হিজরী শতকে মুহাদ্দিসগণ জলে-স্থলে ব্যাপক ভ্রমণ করে মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে তন্নতন্ন করে হাদীস খুঁজে বেড়াতে থাকেন। অন্যদিকে মুসলিম জাহানে নানাবিধ ফেতনার উদ্ভব হয় (বর্ণনা পরে আসছে)। ঐ ফেতনাসমূহের সাথে জড়িত প্রায় সকলেই নিজে কথা রচনা করে রসুল (স.)-এর হাদীস বলে বর্ণনা করতে শুরু করে। প্রতিটি বর্ণনার সাথে মনগড়া বর্ণনাসূত্র (সনদ) এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যাতে মানুষ তাকে রসুল (স.)-এর কথা বলে বিশ্বাস করতে সনদের দিক দিয়ে কোনো সন্দেহে পতিত না হয়। এ কারণে প্রতিটি হাদীস, সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে কোনটি রসুল (স.)-এর বাণী এবং কোনটি নয়, তা নির্ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাতেই আসমা উর-রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত) এবং হাদীস পর্যালোচনা বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। এভাবে হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও ছাঁটাইয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণকারী এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হাদীসশাস্ত্রে যৌক্তিক কারণেই স্থান লাভ করে।

(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন গ্রন্থের ৩১৬-৩৪২ পৃষ্ঠার আলোচনার ছায়া অবলম্বনে)

হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচারের এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বনু আব্বাসীয়দের বাদশাহ্ আবুল ফজল জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (২০৫-২৪৭ হি.) হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। অপরদিকে সংগ্রহ, বাছাই-ছাঁটাই ও সংকলনের পর সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে উন্নত ধরনের গ্রন্থ প্রণয়নের কাজও তৃতীয় হিজরী শতকে বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা, ব্যাপকতা ও গভীরতা সহকারে সুসম্পন্ন হয়। এ বিরাট ও দুরূহ কাজের জন্য যে প্রতিভা ও দক্ষতা অপরিহার্য ছিল তাতে ভূষিত হয়েই আবির্ভূত হন-

১. ইমাম বুখারী (রহ). (১৯৪-২৫৬ হি.)
২. ইমাম মুসলিম (রহ.) (২০২/২০৬-২৬১ হি.)
৩. ইমাম নাসায়ী (রহ.) (২১৫-৩০৩ হি.)
৪. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) (২০২-২৭৫ হি.)
৫. ইমাম তিরমিযী (রহ.) (২০৯-২৭১ হি.)
৬. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) (২০৯-২৭৩ হি.)

এই ছয়জন মহৎ ব্যক্তি যে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন সেগুলোই হচ্ছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। এ গ্রন্থসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এমন কোনো স্থান পাওয়া যাবে না যেখানে সহীহুল বুখারী পাওয়া যাবে না। হাদীসের এ গ্রন্থসমূহ সংকলিত হওয়ার পর হাদীস

সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ধারা পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচারের ধারা পরিবর্তন হয়ে পুস্তক বা গ্রন্থ আকারে সংরক্ষণ এবং পুস্তক পঠন-পাঠনের মাধ্যমে প্রচারের ধারা শুরু হয়ে যায় এবং তা দ্রুতগতিতে প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

(আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা : ৩৭০-৪১৮)

৭. হিজরী ৫ম শতক থেকে বর্তমানকাল (হিজরী ১৪৩৬ বা ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

এ সুদীর্ঘ সময়ে যে কাজ হয়েছে তার সারসংক্ষেপ–

১. হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা ও অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হওয়া।

২. হাদীসের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ওপর অসংখ্য গ্রন্থ এবং এ সব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হওয়া।

৩. বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তৃতীয় যুগের গ্রন্থাবলি থেকে নিজেদের আগ্রহ বা প্রয়োজনে হাদীস চয়ন করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে–

ক. মিশকাতুল মাসাবীহ : সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব তিবরীযী। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এখানে সিহাহ সিত্তাহর অনেক হাদীসসহ আরও দশটি মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

খ. রিয়াদুস-সালেহীন : সংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইবনে শরফুদ্দিন আন-নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। এখানে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. মুনতাকাল আখবার বিল আহকাম

ঘ. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব

ঙ. মাসাবীহুস সুন্নাহ ইত্যাদি

(আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪৪১ ও ৪৪২)

৪. কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পর কম্পিউটার ডিস্কের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ এবং ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে হাদীস প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে তা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৮. ভবিষ্যতে হাদীস সংগ্রহ

বিজ্ঞান যেভাবে প্রসার লাভ করছে তাতে মনে হয় সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন রসুল (স.)-এর সকল কথা মহাশূন্য থেকে উদ্ধার করে সরাসরি তাঁর কণ্ঠে শোনা যাবে এবং তাঁর সকল কাজের ছবি মহাশূন্য থেকে উদ্ধার করে সরাসরি দেখা যাবে। সেদিন মানব সভ্যতা আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির কথা, কাজ ও সমর্থন সরাসরি তাঁর কাছ থেকে জানতে পারবে। আর তখন একটি হাদীস প্রকৃতভাবে রসুল (স.)-এর কথা, কাজ বা সমর্থন কি না এ ব্যাপারে আর কোনোই সন্দেহ থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

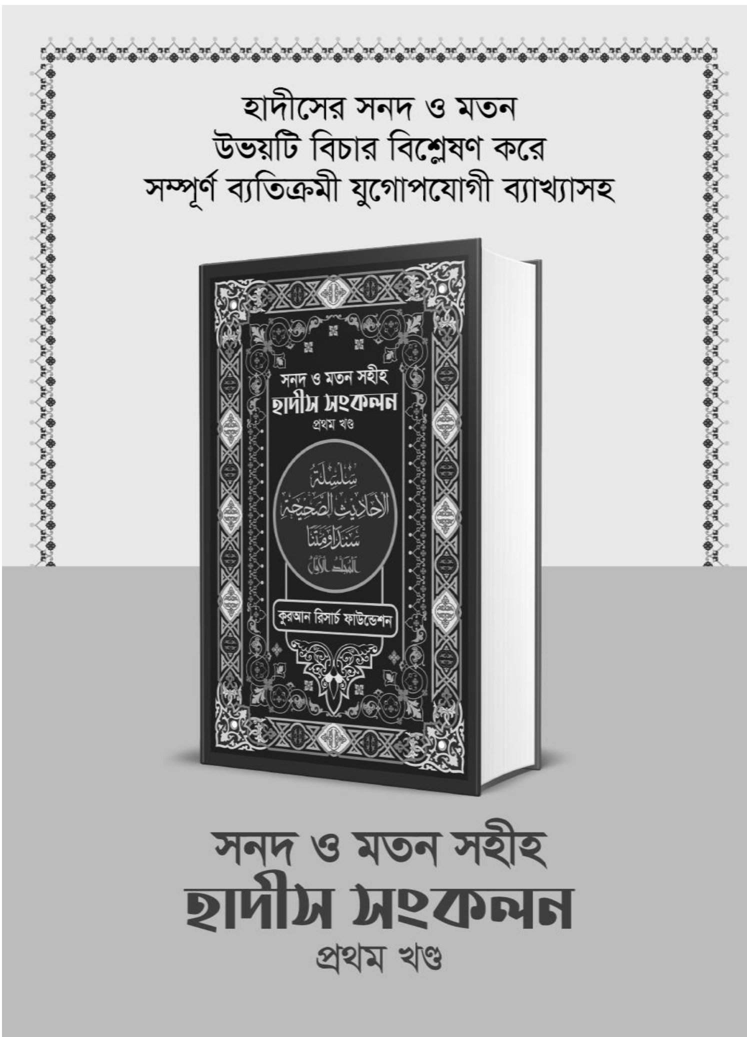

হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞা ও তার পর্যালোচনা

'হাদীস'-এর প্রচলিত সংজ্ঞা : প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে 'হাদীস'-এর সংজ্ঞা লেখা আছে এভাবে– 'রসুল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলে'।

সংজ্ঞাটির পর্যালোচনা

দৃষ্টিকোণ-১

❑ কুরআনের দৃষ্টিকোণ

কুরআনে 'হাদীস' শব্দটি আছে কিন্তু 'সহীহ হাদীস' কথাটি নেই। কিন্তু প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে উভয় কথা আছে। এ তথ্য প্রমাণ করে যে– কুরআনে থাকা 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞায় দুর্বলতা নেই। কিন্তু হাদীসগ্রন্থে থাকা 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞায় দুর্বলতা আছে।

কুরআন হলো– আল্লাহর কথা, বক্তব্য, বাণীর শাব্দিক রূপ/রিওয়ায়েত বিল লফজ। অর্থাৎ অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উল্লিখিত তথা নির্ভুল রূপ। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, কুরআন অনুযায়ী কারো কথা বা কাজ 'হাদীস' হতে হলে সেটি শাব্দিক রূপ (রেওয়ায়েত বিল লফজ) হতে হবে। তাই, কুরআনে থাকা 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞায় দুর্বলতা নেই।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ সহীহ হাদীস আলাদা করার দৃষ্টিকোণ

হাদীস শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞাটি (রসুল স.-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন) সঠিক হলে হাদীসের ভান্ডার হতে সহীহ হাদীস আলাদা করার প্রয়োজন হতো না। এটি প্রমাণ করে যে– হাদীস শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞাটি সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ সংজ্ঞাটির দৃষ্টিকোণ

হাদীস শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞাটি (রসুল স.-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন) যদি সঠিক হয় তবে–

১. ‘সহীহ হাদীস’ বলতে বোঝাবে– রসুল (স.)-এর সত্য কথা, কাজ ও অনুমোদন।
২. ‘দুর্বল হাদীস’ বলতে বোঝাবে– রসুল (স.)-এর দুর্বল কথা, কাজ ও অনুমোদন।
৩. ‘জাল হাদীস’ বলতে বোঝাবে– রসুল (স.)-এর জাল (মিথ্যা) কথা, কাজ ও অনুমোদন।

রসুল (স.) মিথ্যা বা দুর্বল ও জাল কথা বলতে পারেন না। আর তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– হাদীসগ্রন্থে থাকা ‘হাদীস’ শব্দটি সঠিক নয়।

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক আরবী গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা

হাদীসশাস্ত্রে ‘হাদীস’ শব্দটি একটি পরিভাষা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। আর এর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো– রসুল (স.)-এর পরের চার স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে তাবে-তাবেয়ী), ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের, রসুল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের ভাব বর্ণনা (রেওয়ায়েত বিল মা'নি/নিজ বুঝের স্বীয় শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা) বা শাব্দিক বর্ণনা (রেওয়ায়েত বিল লফজ)। তবে বাস্তব কারণে শাব্দিক বর্ণনার সংখ্যা খুবই কম।

প্রশ্ন হতে পারে হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের এ সংজ্ঞা কোথায় পাওয়া গেল বা কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এ প্রশ্নের উত্তর হলো– প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’-এর উল্লিখিত সংজ্ঞাটি একসাথে কোথাও লেখা নেই। সংজ্ঞার এ তথ্যগুলো সকল হাদীস গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা শুধু তথ্যগুলোকে মালা গেঁথেছি।

চলুন এখন দেখা যাক প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে এ কথাগুলো কীভাবে উল্লিখিত আছে–

ক. চার স্তরের বর্ণনাকারী থাকার প্রমাণ

১. কিতাবুল আসার (ইমাম আবু হানিফা রহ. রচিত)
- এক স্তর (শুধু সাহাবী) বিশিষ্ট– কয়েকটি
- দুই স্তর (সাহাবী ও তাবেয়ী) বিশিষ্ট– অনেকগুলো

২. মুয়াত্তা (ইমাম মালিক রহ. রচিত)
- এক স্তর বিশিষ্ট– নেই
- দুই স্তর বিশিষ্ট– অধিকাংশ

৩. সহীহুল বুখারী
- তিন স্তর (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী) বিশিষ্ট– ২২টি
- চার স্তর (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে-তাবে-তাবেয়ী) বিশিষ্ট– বাকি সব

৪. মুসনাদে আহমদ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. রচিত)

- তিন স্তর বিশিষ্ট– ১৫ টি
- চার স্তর বিশিষ্ট– বাকি সব

৫. সুনানে ইবনে মাজাহ

- তিন স্তর বিশিষ্ট– ৫টি
- বাকি সব– চার স্তর বিশিষ্ট

৭. সুনানে আবু দাউদ

- তিন স্তর বিশিষ্ট– ১টি
- বাকি সব– চার স্তর বিশিষ্ট

৮. জামে আত তিরমিযি

- তিন স্তর বিশিষ্ট– ১টি
- বাকি সব– চার স্তর বিশিষ্ট

৯. সহীহ মুসলিম

- চার স্তর বিশিষ্ট– সবগুলো

১০. সুনানে নাসায়ী

- চার স্তর বিশিষ্ট– সবগুলো

খ. ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের বর্ণনা করা কথাকে হাদীস হিসেবে গ্রহণ করার প্রমাণ

ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমানদার, দুর্বল ঈমানদার ও মুনাফিক হতে পারে। হাদীসের ভান্ডার থেকে 'সহীহ হাদীস' পৃথক করার পূর্ব পর্যন্ত ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের কথাকে যে 'হাদীস' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রমাণ হলো–

১. 'আসমা উর-রিজাল' সংকলন করার সময়কাল

আসমা উর-রিজাল হলো হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন সম্পর্কিত তথ্য ধারণকারী এক অপূর্ব শাস্ত্র। এটি প্রণয়ন করা সমাপ্ত হয় হিজরী ৩০০ (তিনশত) বছরের দিকে। এ অপূর্ব শাস্ত্রে প্রায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) হাদীস বর্ণনাকারীর জ্ঞান, তাকওয়া, আমল, সততা, দায়িত্ববোধ, স্মরণশক্তি, বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ, পরিচিতি ইত্যাদি ছোটো-বড়ো অসংখ্য বিষয় যে নির্ভরযোগ্যতা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই।

(ইলমুর রিজালিল হাদীস, পৃষ্ঠা- ২৯)

আসমা উর-রিজাল প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়া এবং পরে তা প্রণয়ন করা থেকে বোঝা যায় এটি প্রণয়ন করা আরম্ভ করা থেকে

শেষ করা পর্যন্ত (৩০০ হিজরী সাল) হাদীস বর্ণনাকারীদের তেমন যাচাই-বাছাই করা হয়নি বা যাচাই-বাছাই পদ্ধতিতে দুর্বলতা ছিল। অর্থাৎ ঐ সময় পর্যন্ত ঈমানের দাবিদার (শক্তিশালী মু'মিন, দুর্বল মু'মিন ও মুনাফিক) ব্যক্তিদের বর্ণনা করা কথা 'হাদীস'-এর তালিকায় ঢুকে যাওয়া সম্ভব ছিল।

২. তাবেয়ী ইবনে শিরীনের বক্তব্য

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে শিরীন (১১০ হি.) বলেন–

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

(মুসলিমরা) আগে হাদীসের বর্ণনাকারীদের (গুণাগুণ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন না। পরে যখন (জাল হাদীসের) ফিতনা দেখা দেয় তখন তাঁরা বর্ণনাকারীদের (গুণাগুণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করেন। অতঃপর যাদের আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যেত তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো এবং যাদের বিদয়াতপন্থি পাওয়া যেত তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো না।

(সহীহ মুসলিম, আল মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ১)

৩. হাদীসকে সহীহ, যঈফ, জাল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ, যঈফ, জাল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেই জাল ও যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই, এখান থেকেও বোঝা যায়, হাদীসের ভান্ডার থেকে 'সহীহ হাদীস' পৃথক করার পূর্ব পর্যন্ত ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের কথাকে 'হাদীস' হিসেবে গ্রহণ করা হতো।

গ. রসুল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের ভাব বর্ণনাকে হাদীস হিসেবে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাব বর্ণনা (رواية بالمعنى) হলো নিজ বুঝের নিজস্ব শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বহুল প্রচারিত একটি কথা হলো– রসুল (স.)-এর সময়ের আরবদের স্মরণ শক্তি খুব প্রখর ছিল। তাই, তারা রসুল (স.)-এর কথা একবার শোনার পর অক্ষরে অক্ষরে মনে

রাখতে পারতো। অর্থাৎ সকল বা প্রায় সকল সহীহ হাদীস শাব্দিক বর্ণনা (রেওয়ায়িত বিল লাফজ) তথা নির্ভুল। তাই, বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

আকল/Common sense/বিবেক

দৃষ্টিকোণ-১

❑ ফে'য়লী হাদীসের (রসুল স.-এর কাজ) দৃষ্টিকোণ

ভিডিও রেকর্ডিং ছাড়া একটি কাজ দেখে সেটি শতভাগ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই, সহজে বলা যায়– প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে থাকা রসুল (স.)-এর সকল ফে'য়লী হাদীস ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ কাওলী হাদীসের (রসুল স. এর কথা বা অনুমোদন) দৃষ্টিকোণ

অডিও রেকর্ডিং ছাড়া কারো বলা কথা (খুব ছোটো কথা ছাড়া) একবার শোনার পর শাব্দিকভাবে তথা হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা ও সেমিকোলনসহ বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রচলিত হাদীসগ্রন্থের কাওলী হাদীসগুলো প্রকৃতভাবে লেখা হয়েছে রসুল (স.)-এর বলা কথা ৫-৭ জন ব্যক্তির (রাবী) মুখ ঘুরে, প্রায় ২০০-৩০০ বছর পর। আর প্রত্যেক রাবী পূর্ববর্তী রাবীর মুখ থেকে একবার কথাটি শুনেছেন। তাই, সহজেই বলা যায়– প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে থাকা কাওলী হাদীসসমূহ প্রায় সব বা অধিকাংশ ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ কুরআন, হাদীস ও কবিতা মুখস্থ রাখার দৃষ্টিকোণ

একবার শোনার পর শব্দে শব্দে বর্ণনা করা– কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে কঠিন হলেও সম্ভব হতে পারে, কবিতার ব্যাপারে কুরআনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারো কথা বা বক্তব্যের ব্যাপার অসম্ভব। প্রচলিত হাদীসগ্রন্থের কাওলী হাদীসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণ তার আগের বর্ণনাকারীর কাছ থেকে একবার শুনে বর্ণনা করেছেন। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে থাকা কাওলী হাদীসসমূহ প্রায় সব বা অধিকাংশ শাব্দিক বর্ণনা নয়; ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ আমাদের গবেষণার ফলাফল

আমাদের গবেষণায়– কোনো সাহাবীর বলা একই বক্তব্য বিষয় (মতন) সম্বলিত হাদীসের একাধিক গ্রন্থে থাকা বর্ণনায় বা একটি গ্রন্থে একাধিক

সাহাবীর একই বক্তব্য বিষয় সম্বলিত হাদীসের বর্ণনায় শব্দ অভিন্ন পাওয়া যায়নি। এ তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রচলিত হাদীসের প্রায় সবগুলো বা অধিকাংশ ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ ভাব বর্ণনার অনুমতি না থাকলে যা ঘটতো

ভাব বর্ণনার অনুমতি না থাকলে সাহাবী বা অন্য স্তরের মানুষেরা রসুল (স.)-এর কথা প্রচার করতেন না। ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির কথাগুলোর মহাকল্যাণ থেকে মানবসভ্যতা অবশ্যই মাহরুম হতো। তাই, এ তথ্যের ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– ভাব বর্ণনায় হাদীস বলার অনুমতি থাকার কথা।

♣♣ পৃষ্ঠা নং ২৩ এ উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র/নীতিমালা অনুযায়ী একটি বিষয় সম্পর্কে আকল/Common sense/বিবেকের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা।

আল কুরআন

তথ্য-১

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ . اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ .

(হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। (সুরা কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে রসুল (স.) ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নেওয়ার জন্য বারবার পড়তেন। রসুল (স.)-এর এ প্রবণতার প্রেক্ষিতে এখানে তাঁকে জানানো হয়েছে– কুরআনের আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয়ে তা মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত না হতে। কারণ, তিনি যেন স্থায়ীভাবে ভুলে না যান তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আল্লাহর।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى . اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ... ...

শীঘ্রই আমরা তোমাকে পুনরায় পাঠ করাবো (Revision দেওয়াবো), তাই তুমি ভুলে যাবে না। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া।

(সুরা আ'লা/৮৭: ৬, ৭)

ব্যাখ্যা : এখানে জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয়ে রসুল (স.)-এর বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেওয়ার চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে– Revision দেওয়ার ব্যবস্থা করে রসুল (স.) যেন কুরআন স্থায়ীভাবে ভুলে না যান তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। রসুল (স.)-এর ভয় এবং সে ভয় লাঘবের জন্য আল্লাহর করা ওয়াদার আলোকে সহজে বলা যায়, আল্লাহ জানেন যে– তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী রসুল (স.)-সহ সকল মানুষের কোনো কথা একবার শোনার পর ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তার মাত্রার পার্থক্য হতে পারে। তাই, রসুল (স.) যেন স্থায়ীভাবে কুরআনের কোনো অংশ ভুলে না যান সে জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা Revision দেওয়ার ওয়াদাটি করেছিলেন। যা পরে আসা হাদীসের মাধ্যমে জানা যাবে আল্লাহ তাঁর করা ওয়াদা কীভাবে পূর্ণ করেছেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : ছন্দের কারণে কুরআন মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখা সবচেয়ে সহজ। অন্যদিকে, কারো বলা কথা শোনার পর শব্দে শব্দে তথা হুবহু মনে রাখা ও বলা সবচেয়ে কঠিন। কুরআন থেকে জানা যায়– জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ হতে কুরআনের আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয় রসুল (স.)-এর ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালা Revision দেওয়ার মাধ্যমে তাঁকে স্থায়ীভাবে ভুলে যেতে দেবেন না বলে আশ্বস্ত করেছেন। তাই, ৪ স্তরের ৫-৭ জন আরব ব্যক্তির প্রত্যেকে আগের স্তরের ব্যক্তির কাছ থেকে 'হাদীস' একবার শুনে শাব্দিকভাবে তথা হুবহু বর্ণনা করেছেন কথাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। আর তাই, সহজে বলা যায়– খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা।

♣♣ পৃষ্ঠা নং ২৩ এ উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র/ নীতিমালা অনুযায়ী একটি বিষয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (আকল/Common sense/বিবেকের রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ–

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمامُ الطبراني .... حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ... ... ... عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا

لَهُ: بِآبَائِنَا أَنْتَ، وَأُمَّهَاتِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ , فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نُؤَدِّيَهُ كَمَا سَمِعْنَاهُ؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلَمْ تُحَرِّمُوا حَلَالًا، وَأَصَبْتُمُ الْمَعْنَى , فَلَا بَأْسَ.

ইমাম আত-ত্বাবারানী (রহ.) ইয়াকূব ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আব্দুল বাকী (রহ.) থেকে শুনে তার আল-মুজামুল কাবীর গ্রন্থে লিখেছেন– ইয়াকূব ইবন আব্দিল্লাহ ইবন সুলাইমান ইবন উকাইমাহ আল-লাইসিয়্যু (রহ.) তাঁর পিতা হতে তাঁর পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আসলাম অতঃপর বললাম– হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বাবা-মা। আমরা আপনার কাছ হতে হাদীস শ্রবণ করি কিন্তু যেভাবে শ্রবণ করি ঠিক সেভাবে বর্ণনা করতে পারি না (শব্দে কিছু হেরফের হয়ে যায়)। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– যদি তোমরা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল (হিসেবে বর্ণনা) না করো এবং অর্থ (মূল ভাব/শিক্ষা) ঠিক থাকে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

- ◆ আত-ত্বাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, হাদীস নং-৬৪৯১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী–

১. হাদীসের ক্ষেত্রে ভাব বর্ণনার অনুমতি রসুল (স.) নিজেই দিয়েছেন।
২. ভাব বর্ণনার অনুমতি না থাকলে রসুল (স.)-এর হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছাতো না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে

লিখেছেন– আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস (মুখে মুখে) বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে, হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৭৭০২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মাক্কী জীবনের। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, মাদানী জীবনে রসুল (স.) হাদীস লেখার অনুমাতি দিয়েছিলেন। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– মাক্কী জীবনে সকল হাদীস প্রচারিত হয় শোনার পর মুখে মুখে। সাহাবীগণের মধ্যে লিখতে পারতেন হাতের গণনায় কয়েকজন মাত্র। আর তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– মাক্কী ও মাদানী জীবনে অধিকাংশ হাদীস প্রচারিত হয় শোনার পর মুখে মুখে। শোনা কথা শব্দে শব্দে বলা অসম্ভব। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (رواية بالمعنى)।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى... ... ...

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০৩ ।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে যে হাদীস **শুনবে** বলা হয়েছে। পড়বে বলা হয়নি। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– হাদীস শোনার পর মুখে মুখে প্রচার করা হয়েছে। তাই, এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (رواية بالمعنى)।

হাদীস-৪.১

رُوِي فِي مسند أحمد ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ... . عَنْ عَائِشَةَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللّٰهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ نُسِّيتُهَا.

আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল (স.)-একজন লোককে একটি আয়াত পড়তে শুনলেন, তখন রসুল (স.) বললেন– আল্লাহ লোকটির ওপর রহম করুন। লোকটি আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলো যা আমি ভুলে গিয়েছি।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২৪৩৩৫।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪.২

رُوِي فِي مسند أحمد ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ، ... ... عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْفَجْرِ فَتَرَكَ آيَةً، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ أُبَيٌّ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا وَكَذَا، أَوْ نُسِّيتَهَا؟ قَالَ: نُسِّيتُهَا.

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবজা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন– সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবজা (রা.) তার

বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একবার রসুল (স.)-ফজরের সালাতে ভুলে এক আয়াত না পড়ে সামনে চলে গেলেন, সালাত শেষে রসুল (স.) বললেন, এই! এখানে 'উবাই বিন কা'ব' উপস্থিত নেই? উবাই উত্তরে বললেন– হে আল্লাহর রসূল! এমন এমন (তিনি তিলাওয়াত করলেন) আয়াতটি কি রহিত হয়ে গেছে? নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তখন রসুল (স.) বললেন– না, বরং আমি ভুলে গেছি।

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৫৪০২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীস দুটির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, রসুল (স.)-এর জীবনে কুরআনের আয়াত অস্থায়ীভাবে ভুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে থাকা অধিকাংশ হাদীস হলো রসুল (স.)-এর পরের ৪ স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে তাবে-তাবেয়ী) ৫-৭ জন আরব ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসার পর লিপিবদ্ধ হওয়া কথা। হাদীস দুটি অনুযায়ী তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ৪ স্তরের ৫-৭ জন আরব ব্যক্তির প্রত্যেকে আগের স্তরের ব্যক্তির কাছ থেকে 'হাদীস' একবার শুনে বর্ণনা করতে কোনো ভুল করেননি বা শব্দে শব্দে বর্ণনা করেছেন (রিয়াওয়েত বিল লাফ্‌জ) প্রচারণাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। তাই, এ হাদীস দুটির আলোকেও বলা যায়– খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (رواية بالمعنى)।

হাদীস-৫.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসা ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রমযান শেষ

না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী (স.) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৯০২
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ {فِيهِ}

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি খালিদ ইবন ইয়াঝিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর কাছে প্রত্যেক বছর (রমযানে) কুরআন একবার আবৃত্তি করা হতো। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর আবৃত্তি করা হলো দুইবার। তিনি প্রত্যেক বছর এতেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু ইন্তেকালের বছর এতেকাফ করেন ২০ দিন।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৭১২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতনসহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দুটি হতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– রসুল (স.) যেন কুরআনের আয়াত স্থায়ীভাবে ভুলে না যান সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা (রিভিশন দেওয়া) নিয়েছিলেন। পৃথিবীর সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ আরব মানুষটির, একবার কুরআন শোনার পর ভুলে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকলে সাহাবী বা অন্য স্তরের ৫-৭ জন ভালো মুসলিম, হাদীস একবার শোনার পর শব্দে শব্দে বর্ণনা করেছেন কথাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। তাই, এ হাদীস দুটির ভিত্তিতেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়– খুব ছোটো হাদীস ছাড়া সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (رواية بالمعنى)।

হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতা ও তার পর্যালোচনা

হাদীসশাস্ত্রের 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতাগুলো হলো–

ক. ঈমানের 'দাবিদার' ব্যক্তির বর্ণনাকে গ্রহণ করা

এটি সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। কারণ, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি নিষ্ঠাবান মুসলিম, দুর্বল মু'মিন বা মুনাফিক হতে পারে। মুনাফিক ব্যক্তি কর্তৃক বানানো কথাকে রসুল (স.)-এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক।

খ. ভাব বর্ণনা গ্রহণ করা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে প্রায় সব/অধিকাংশ হাদীস হলো ভাব বর্ণনা। অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী তার পূর্বের স্তরের বর্ণনাকারীর কাছ হতে শোনার পর যা বুঝেছেন সেটি তার নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। একজন সৎ মানুষেরও কারো কথা শুনতে, বুঝতে ও বর্ণনা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। এটিও একটি দুর্বলতা। কিন্তু এর অনুমতি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ, খুব ছোটো হাদীস ছাড়া হুবহু (অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ) বর্ণনা করা অসম্ভব।

গ. চার স্তরের ব্যক্তিদেরকে বর্ণনাকারী হিসেবে গ্রহণ করা

একটি কথা যত অধিক মানুষের মুখ ঘুরে ভাব বর্ণনা হবে, অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত অধিক হবে। অধিকাংশ হাদীস চার স্তরে থাকা ৫-৭ জন বর্ণনাকারীর মুখ ঘুরে আসার পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার আর একটি দুর্বলতা। কিন্তু রসুল (স.) ইন্তেকালের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর হাদীস লিপিবদ্ধ করা প্রকৃতভাবে আরম্ভ করা হয়েছে। তখন এটির অনুমতি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

হাদীসের বিভিন্ন অংশ

হাদীসশাস্ত্রে একটি হাদীসকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে–

১. সনদ (سند) তথা বর্ণনাসূত্র বা পরম্পরা।

২. মতন (متن) তথা বক্তব্য বিষয়।

হাদীস জালকরণ

বিশেষ বিশ্বাসে বিশ্বাসী একটি জাতিকে কখনও শক্তি প্রয়োগ বা বহিরাক্রমণের মাধ্যমে শেষ করা যায় না। বিশেষ করে সে জাতি যদি নির্ভুল, যুক্তিসংগত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কল্যাণকর বিশ্বাসের ওপর বিশ্বাসী হয়। ইসলাম বিরোধী শক্তি এ চিরসত্য বিষয়টি খুব ভালো করে জানতো এবং এখনও জানে। তাই বহিরাক্রমণের মাধ্যমে সময়ে সময়ে ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করে থাকলেও ইসলামের শত্রুদের প্রধান চেষ্টা ছিল জ্ঞানের মধ্যে ভুল বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইসলামকে ভেতর থেকে শেষ করে দেওয়া। এই প্রচেষ্টার প্রথমে তারা কুরআন মাখলুক না গায়ের মাখলুক এ ধরনের নানা কথা প্রচার করে কুরআন তথা কুরআনের বক্তব্য নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ছড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এটি করে সফল হওয়া যাবে না বুঝতে পেরে তারা হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেয়।

এ লক্ষ্যে প্রথমে নানা কৌশলে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলিমদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়। তারপর তারা বিভিন্ন উপদলের মত বা চাওয়া-পাওয়ার সহায়ক হয় এমন কথা বা তথ্য বানিয়ে তার সাথে প্রকৃত হাদীসের বর্ণনাসূত্রের মতো সম্পূর্ণ মনগড়া বর্ণনাসূত্র (সনদ) জুড়ে দিয়ে সেটিকে রসুল (স.)-এর হাদীস বলে মানুষের সামনে পেশ করে। নিজস্ব মত বা চাওয়া-পাওয়ার সহায়ক দেখে সেগুলো বিভিন্ন উপদলের মুসলিমরা সহজে গ্রহণ করে নেয়। এভাবে অসংখ্য জাল হাদীস মুসলিম সমাজে চালু হয়ে যায়। হাদীসশাস্ত্রের হাদীস শব্দের সংজ্ঞায় দুর্বলতা থাকার কারণে তাদের এ কাজ অনেকটা সহজ হয়। চলুন এখন জানা যাক বিভিন্ন সময়ে কারা এটি করেছে এবং কেন তা করেছে।

রসুল (স.)-এর জীবিত অবস্থায় হাদীস জাল করা সম্ভব ছিল না। কারণ বর্ণিত কোনো হাদীসের নির্ভুলতা বা সত্যতা সরাসরি রসুল (স.)-এর কাছ থেকে যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল।

রসুল (স.)-এর ইন্তেকালের পর ধর্ম ত্যাগী (মুরতাদ) ও মুনাফিক কিছু ব্যক্তি জাল হাদীস বানানোর চেষ্টা করে কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা সময়মত

কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ায় তারা সফল হয়নি। তাছাড়া তখন বর্ণিত হাদীস সত্য বা নির্ভুল কি না তা যাচাইয়ের জন্য হাজার হাজার সাহাবী ছিলেন।

হিজরী ৩৬ সনে সংঘটিত সিফফীন যুদ্ধের সন্ধিসূত্র নিয়ে আলী (রা.)-এর সমর্থকদের মধ্যে মারাত্মক মতভেদ দেখা দেয়। একদল ঐ সন্ধিকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা খাওয়ারিজ (খারিজী) নামে এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় দলে রূপ লাভ করে। সর্বপ্রথম হাদীস জালকরণের কাজ এই খাওয়ারিজদের মাধ্যমেই হয়।

খাওয়ারিজরা নিজেদের মতের সমর্থন যোগানোর জন্য হাদীস জাল করে তা প্রচার করা আরম্ভ করে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল-জাওজী (রহ.) তাঁর কিতাবুল মাওদুয়াত গ্রন্থে ইবনে লাহইয়ার (যিনি পূর্বে খাওয়ারিজ ছিলেন) নিম্নের উক্তিটি উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ، فَانا كُنَّا اِذَا هَوَيْنَا اَمْرًا صَيَّرْنَاهُ حَدِيْثًا.

এই হাদীসসমূহ ইসলাম (ইসলামের ভিত্তি)। দ্বীনের এই ভিত্তিগত জিনিস তোমরা যার কাছ থেকে গ্রহণ করো তার প্রতি (যাচাইয়ের) দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। কারণ, আমরা (খাওয়ারিজরা) যখন কোনো কিছু চালু করতে ইচ্ছা করতাম তখন তাকে হাদীস বলে প্রচার করে দিতাম।

[আবূ উমার ইউসুফ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল বার আল-কুরতুবী, *আত-তামহীদ লিমা ফীল মুওয়াত্তা' মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ* (মুআস্‌সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৪৭]

খাওয়ারিজদের পর শিয়া সম্প্রদায় হাদীস জালকরণ কাজে লিপ্ত হয়। আলী (রা.)-এর উচ্চ প্রশংসা এবং মুয়াবিয়া (রা.) ও অন্যান্য খলীফার মর্যাদা লাঘবের জন্য তারা বিপুল হাদীস জাল করে। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রধান হাদীস রচনাকারী মুখতার ইবনে আবু উবাইদ। সে প্রকাশ্যভাবে হাদীস জাল করতো। কুফায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি জনৈক মুহাদ্দিসকে বলেছিলেন–

ضَعْ لِيْ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنِّيْ كَائِنٌ بَعْدُهُ خَلِيْفَةٌ.

আমার জন্য রসুল (স.)-এর নামে এমন কিছু হাদীস রচনা করে দাও যা থেকে বোঝা যায় আমি (মুখতার) তার (খিলাফতের) পর খলীফা হবো।

(খতীব আল-বোগদাদী, *আল-জামিউ লিআখলাকির রাবী ওয়াআদাবুহুস সামি'*, খ. ১, পৃ. ১৫৬; ইবনিল কায়্যিম জাওযী, আল মাওদুআত, খ. ১, পৃ. ৩৯)

মুসলিমদের মধ্যে যারা দুর্বল ঈমানদার তারা আলী (রা.)-এর মর্যাদা লাঘব এবং আবু বকর ও ওমরের (রা.) মর্যাদা বাড়ানোর জন্যও হাদীস রচনা করে প্রচার করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস জালকরণ আরও ব্যাপকতর হয়। লোকেরা মিথ্যা কিসসা-কাহিনি ও অমূলক কথা প্রকৃত হাদীসের মতো বর্ণনা সূত্রসহ প্রচার করতে শুরু করে। এ সময়কার হাদীস জালকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থবাদী, অতি ধর্মপরায়ণ, কিসসা-কাহিনি বর্ণনাকারী ও গোপন ধর্মদ্রোহী লোকেরা প্রধান ছিল।

(মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবু যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃষ্ঠা-২৮৬)

জাল হাদীস তৈরির কারণ

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় দেখা যায় মূলত তিনটি কারণে হাদীস জাল করা হয়–

ক. রাজনৈতিক কারণ

এখানে উদ্দেশ্য ছিল–

- নিজেদের মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য স্থাপন।
- নিজেদের মতাদর্শের ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকত্ব প্রমাণ করা।
- জনগণের কাছে নিজেদের মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য করা।

(ইবনুল জাওজী, *কিতাবুল মাওদুয়াত*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮)

(আলী রা.-কে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক কারণে সর্বপ্রথম জাল হাদীস রচিত হয়)

খ. ধর্মীয় কারণ

এখানে উদ্দেশ্য ছিল–

- জনগণকে অধিক ধর্মপ্রাণ বানানো।
- মানুষকে ইবাদাত-বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহিত করা।
- পরকালের পুরস্কারকে অধিক লোভনীয় এবং শাস্তিকে অধিক ভীতিময় করা। (ইবনুল জাওজী, *কিতাবুল মাওদুয়াত*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০)

গ. ব্যক্তিগত কারণ

এ বিভাগে উদ্দেশ্য ছিল–

- ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভকে সহজসাধ্য করা।
- ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ দোষের নয় প্রমাণ করা।

(আশশাওকানী, *আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআতু ফীল আহাদিসীল মাওদুয়াহ*, খ. ১,পৃ. ৪১৫)

জাল হাদীস প্রচারের পদ্ধতি

পদ্ধতি-১

নিজ স্বার্থ বা চিন্তা-ভাবনার অনুকূলে একটি তথ্য বানিয়ে তাতে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের নাম জুড়ে দেওয়া। তারপর সেটিকে রসুল (স.)-এর হাদীস হিসেবে মুখে মুখে প্রচার করে দেওয়া। এটি জাল হাদীস প্রচারের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি।

পদ্ধতি-২

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেন– হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।
(ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯; সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪; ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং-১৩৪)

ব্যাখ্যা : এ প্রক্রিয়ায় জাল হাদীস প্রচার করার পদ্ধতি শুরু হয় হাদীস গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা শুরু হওয়ার পর। এ পদ্ধতি অখ্যাত নয় বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের হাদীসগ্রন্থে বেশি প্রয়োগ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, তারা জানতো অখ্যাত মুহাদ্দিসদের গ্রন্থে লেখা হাদীস বেশি মানুষ পড়বে না।

জাল হাদীস তৈরির পরিমাণ

ক. ইমাম বুখারী ৬,০০,০০০ (ছয় লাখ) হাদীস সামনে নিয়ে বুখারী শরীফ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। এর মধ্য থেকে তিনি পুনরাবৃত্তিসহ ৯,০৮২টি হাদীস সহীহ বুখারীতে সংকলন করেন। এর মধ্যে থাকা মুয়াল্লাক (**معلق**) ও মুতাবিয়াত (**متابعات**) হাদীস বাদ দিলে সহীহ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩৯৭টি (সাত হাজার তিনশত সাতানব্বইটি)। এই ৭৩৯৭টি সহীহ হাদীসের মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে মোট সহীহ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৬০২ (দুই হাজার ছয়শত দুই) টি। ভিন্ন মতে ২৭৬১টি।
(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন পৃষ্ঠা-৩৭৯; মুকাদ্দামাতু ফাতহুল বারী, শরহুল বুখারী, তাহজীবুল আসমাউ লিন নববী)

খ. ইমাম মুসলিম ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) হাদীস সামনে নিয়ে তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন। এর মধ্য থেকে তিনি মাত্র ১২,০০০ (বার হাজার)

হাদীস মুসলিম শরীফে উল্লেখ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছেন। আর ঐ ১২,০০০ মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০০ (চার হাজার)।

(তাদরীবুর রাওয়ায়ী, পৃষ্ঠা-৩০)

গ. ইমাম আবু দাউদ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৪,০০০ (চার হাজার) হাদীস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছেন।

(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা-৪১১)

♣♣ এ তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায় কী বিপুল পরিমাণ জাল হাদীস সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হাদীসশাস্ত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের কারণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসশাস্ত্রের 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতার কারণে স্বার্থান্বেষী মহল এবং দুর্বল ও অদূরদর্শী ঈমানদাররা বিপুল সংখ্যক হাদীস বানিয়ে সমাজে ছড়িয়ে দেয়। এ অসংখ্য জাল হাদীসের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য হাদীস পৃথক করা বা গ্রহণযোগ্য হাদীস কোনগুলো তা বোঝার জন্যই হাদীসশাস্ত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

হাদীসের পরিভাষার বিবর্তনের ক্রমধারা

প্রথমদিকে হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে প্রধানত বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হতো। অর্থাৎ একটি হাদীস বিশুদ্ধ কি না তা বোঝার জন্য বর্ণনাকারীদের ধারা বা পরম্পরা রসুল (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না, কোনো স্তরে রাবী (বর্ণনাকারী) অনুপস্থিত আছে কি না এগুলোকেই প্রধানত গুরুত্ব দেওয়া হতো। ঐ সময় হাদীস যাচাইয়ের প্রধান পদ্ধতি যে এটিই ছিল তা সহজে জানা যায় ইমাম মুসলিম কর্তৃক সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় উল্লিখিত তাবেয়ী ইবনে শিরীন (রহ.)-এর নিম্নের উক্তি থেকে–

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ اِلَى اَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَ يُنْظَرُ اِلَى اَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ.

মুসলমানগণ পূর্বে হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন না। পরে যখন জাল হাদীসের ফিতনা (বিপর্যয়) দেখা দেয় তখন তারা বর্ণনাকারীদের নাম (গুণাগুণ) জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করেন। অতঃপর যাদের আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যেত তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো এবং যাদের বিদয়াতপন্থি পাওয়া যেত তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো না।

(মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১১)

প্রথম দিকে যে পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করা হতো তা নিম্নরূপ–

১. মারফু

যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা রসুল (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং রসুল (স.) ও হাদীস সংকলনকারী পর্যন্ত সকল স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সুরক্ষিত আছে।

২. মাওকুফ

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এর অপর নাম আছার।

৩. মাকতু

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র (সনদ) শুধু তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৪. মুত্তাসিল

যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে।

৫. মুনকাতি

যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। কোনো স্তরে রাবীর নাম বাদ পড়েছে।

৬. মুরসাল

যে হাদীসে সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে।

হিজরী তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ দেখতে পেলেন হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতিতে দুর্বলতা থাকায় লোকেরা বিভিন্ন কারণে নিজেদের বানানো কথার সাথে প্রকৃত হাদীসের মতো বর্ণনাকারীদের নাম জুড়ে দিয়ে সেগুলোকে রসুল (স.)-এর হাদীস বলে ব্যাপকভাবে চালিয়ে দিচ্ছে। তাই তারা হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের দিকে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এটি করতে গিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তারা প্রথমে করেছেন তা হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা। এ শাস্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে 'আসমা উর-রিজাল'। এ অপূর্ব শাস্ত্রে প্রায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) হাদীস বর্ণনাকারীর জ্ঞান, তাকওয়া, আমল, সততা, দায়িত্ববোধ, স্মরণশক্তি, বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ, পরিচিতি ইত্যাদি ছোটো-বড়ো অসংখ্য বিষয় নির্ভরযোগ্যতা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জীবন চরিতের ব্যাপারে এর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই।

(ইলমুর রিজালিল হাদীস, পৃষ্ঠা-২৯)

এ সময় মুহাদ্দিসগণ যোগ্যতা বা গুণাগুণের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করেন–

প্রথম শ্রেণি
এ শ্রেণির বর্ণনাকারী হচ্ছে তারা যারা অত্যন্ত মুত্তাকী, শরীয়তের নিষ্ঠাবান অনুসারী, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন, ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন, সুবিবেচক, মুখস্থ করা বিষয়সমূহের পূর্ণ হেফাজতকারী এবং বিদায়াত বিরোধী।

দ্বিতীয় শ্রেণি
এ শ্রেণির বর্ণনাকারীগণ অন্য সব দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণির বর্ণনাকারীদের সমান, কিন্তু স্মরণশক্তির দিক দিয়ে কম। এ শ্রেণিতে দুই ধরনের লোক পাওয়া যায়। এক ধরনের লোক তারা যারা কেবল স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর না করে হাদীস লিখে রাখতেন। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকেরা হাদীস লিখে রাখতেন না। তাই মূল হাদীসের কোনো কোনো শব্দ ভুলে গেলে বর্ণনা করার সময় তার সম-অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করতেন।

তৃতীয় শ্রেণি
এ শ্রেণির বর্ণনাকারী তারা যারা শরীয়াতের অনুসরণকারী মুত্তাকী তবে জ্ঞান-বুদ্ধি, বোধশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির বর্ণনাকারীদের সমান নয়। যা তাদের মনে আছে তাই তাদের মূলধন। যে অংশ ভুলে গেছেন সেদিকে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

চতুর্থ শ্রেণি
এ শ্রেণির বর্ণনাকারীগণ ইসলামের অনুসরণকারী ও শরীয়াত পালনকারী বটে কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা ও দূরদৃষ্টির দিক থেকে পশ্চাৎপদ। মানুষকে নসিহত করা, পরকালীন পুরস্কারের আশ্বাস ও শাস্তির ভয় দেখানোর জন্য হাদীস রচনা করাকে তারা জায়েয মনে করতেন। আবার এ শ্রেণিতে দলাদলি ও বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরাও শামিল রয়েছে। এ শ্রেণির আবার চারটি পর্যায় রয়েছে। যেমন−

১ম পর্যায়
এ পর্যায়ে হচ্ছে তারা যারা বৈষয়িক মান-সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে হাদীসসমূহে রদবদল বা নতুন হাদীস রচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

২য় পর্যায়
এ পর্যায়ে হচ্ছেন তারা যারা নিজেদের খুঁটিনাটি মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কিত মতের সমর্থনে উস্তাদগণের নিজস্বভাবে প্রয়োগকৃত শব্দ হাদীসের মধ্যে শামিল করে দিতেন।

৩য় পর্যায়
এ পর্যায়ে অবস্থান তাদের যারা বুদ্ধি-বিবেচনা কম হওয়ার কারণে উস্তাদগণের উল্লিখিত ব্যাখ্যা দানকারী শব্দসমূহকে মূল হাদীসেরই অংশ মনে করতেন।

৪র্থ পর্যায়
এ পর্যায়ে অবস্থান হচ্ছে সেই সব ইসলামের দুশমনদের যারা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে দলাদলি, বিভেদ-বিচ্ছেদ, কোন্দল সৃষ্টি এবং তাতে ইন্ধন যোগাতে হাদীস রচনা করে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র ভয় পেত না।

(তারিখুল হাদীস আব্দুস সামাদ সাওমুল আজহারী)

পরবর্তীতে মুহাদ্দিসগণ রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তাদের বর্ণিত হাদীসকে বিভিন্ন নাম দেন। এ নামকরণের উদ্দেশ্য ছিল পাঠক বা শ্রোতাকে নামের মাধ্যমেই হাদীসটির বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা ও বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে ধারণা দেওয়া। ঐ বিষয়গুলো খেয়াল রেখে হিজরী তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য থেকে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্য সনদের ভিত্তিতে বাছাই করার পদ্ধতিকে চূড়ান্ত করেন এবং বাছাইকৃত হাদীসকে মোটাদাগে নিম্নোক্তভাবে নামকরণ করেন–

১. সহীহ
সকল স্তরে বর্ণনাকারী রয়েছে এবং সকল বর্ণনাকারী নির্ধারিত সব ধরনের গুণে গুণান্বিত।

২. হাসান
বর্ণনাকারীদের সহীহ হাদীসের মতো অন্য সকল গুণ আছে কিন্তু কোনো বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল।

৩. যঈফ
বর্ণনাকারীদের মধ্যে নির্ধারিত সব রকমের গুণ কম থাকা।

সহীহ হাদীস

'সহীহ হাদীস' কথাটি শুনেনি এমন মুসলিম বর্তমান যুগে পাওয়া দুষ্কর হবে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো প্রায় সব সাধারণ মুসলিম এবং অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'সহীহ হাদীস' বলতে যা বোঝেন তা প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে। আর এর ফলে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার যে ক্ষতি হচ্ছে তা কথায় বর্ণনা করা যাবে না। তাই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সাধারণ মুসলিম এবং অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি 'সহীহ হাদীস' বলতে 'নির্ভুল হাদীস' তথা মতন বা বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হাদীসকে বোঝেন। কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীসকে বুঝানো হয়নি। আর প্রচলিত সহীহ হাদীস সম্পর্কে অসতর্ক ধারণা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান একটি কারণ হলো 'সহীহ' শব্দটি। সহীহ (صحيح) একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, বিশুদ্ধ, সত্য ইত্যাদি। তাই, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম 'সহীহ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী 'সহীহ হাদীস' বলতে সেই হাদীস বোঝেন যার বক্তব্য বিষয় নির্ভুল বা সত্য। কিন্তু প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে এটি বুঝানো হয়নি।

সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রচলিত অসতর্ক ধারণার কুফল

সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রচলিত অসতর্ক ধারণার প্রধান দুটি কুফল হলো–

১. অধিকাংশ মুসলিম সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে তথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়।

২. কারো মনে সন্দেহ হলেও মুখে তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না।

প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা

বিভিন্ন মনীষী ও গ্রন্থ হতে প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা সম্পর্কে যা জানা যায়–

তথ্য-১

أَمَّا اَلصَّحِيْحُ فَهُوَ مَا إِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ.

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র মুত্তাসিল (কোনো স্তরে ছেদ ছাড়া রসুল স. পর্যন্ত পৌঁছেছে), বর্ণনাকারীগণ ন্যায়বান ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর এবং যা শায বা ইল্লাত (মুয়াল্লাল) নয় তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী ফী শারহি আত-তাকরীব আন-নববী*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৬৩)

তথ্য-২

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ, وَلَا يَكُونَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا.

সহীহ হাদীস হলো সে হাদীস যার বর্ণনাসূত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে (কোনো স্তরে ছেদ ছাড়া রসুল স. পর্যন্ত পৌঁছেছে), রাবীগণ পূর্ণ 'আদালাত' ও 'যব্ত' গুণসম্পন্ন এবং 'শায' ও 'মুয়াল্লাল' হবে না।

(ইবরাহীম আল-লাহিম, *ইখতিসারু উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১১)

তথ্য-৩

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ন্যায়বান ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর ব্যক্তিদের মাধ্যমে রসুল (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা শায বা ইল্লাত (মুয়াল্লাল) নয় তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফের ভূমিকা)

তথ্য-৪

মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এই সমস্ত বিভক্তি হয়েছে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ও বর্ণনাকারীদের ভিত্তিতে।

(রিয়াদুস সালেহীন, প্রথম প্রকাশ, ১ম খণ্ড, প্রসঙ্গ কথা, পৃষ্ঠা-৫)

তথ্য-৫

উল্লিখিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা থেকে প্রমাণিত যে, যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তাকে সহীহ হাদীস বলে–

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)
২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য
৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তি সম্পন্ন
৪. যা শায নয়
৫. যা মুয়াল্লাল নয় (এন্তেখাবে হাদীস, ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

শায হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) যদি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত হয় তাহলে সেটিকে শায বলা হয়। এটিই পরিভাষার দিক দিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা। (ইবন হাজার আসকালানী, *শারহু নুখবাতুল ফিক্‌র*, পৃ. ৬৬)

তথ্য-২

ঐ হাদীসকে শায বলে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, কিন্তু সে হাদীস তার চেয়েও অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত। *(এন্তেখাবে হাদীস, পৃষ্ঠা-৩৩)*

♦♦ অনেকে মনে করেন শায হাদীস বাছাই করতে গিয়ে হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই, সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতাও যাচাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। শায হাদীস নির্ণয়ে বিপরীত বক্তব্যধারী দুটি হাদীসকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বলা হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বর্ণনাকারীর বলা হাদীসটিকে 'শায' নাম দিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শেষ বিচারে এ বাছাইও করা হয়েছে বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তিতে নয়।

মুয়াল্লাল হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

'যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন কোনো সূক্ষ্ম ক্রুটি আছে যা কোনো বড়ো হাদীস বিশেষজ্ঞ ছাড়া ধরতে পারে না সে হাদীসকে হাদীসে মুয়াল্লাল বলে। আর এরূপ ক্রুটিকে ইল্লত বলে'।

(মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, *পৃ. ৮৮)*

তথ্য-২

'যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা কেবল হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণই পরখ করতে পারেন তাকে মুয়াল্লাল বলে'।

(এন্তেখাবে হাদীস, ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

অর্থাৎ হাদীসকে মুয়াল্লাল বলা হয়েছে বর্ণনাসূত্রের ত্রুটির ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ত্রুটির ভিত্তিতে নয়।

♦♦ উপর্যুক্ত তথ্যগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, বর্ণনাসূত্রে নিম্নের ৫টি গুণ থাকা হাদীসকে 'সহীহ হাদীস' বলে–

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)
২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য
৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া
৪. শায না হওয়া
৫. মুয়াল্লাল নয়।

তাই, নিশ্চিত করে বলা যায়– 'সহীহ হাদীস'-এর সংজ্ঞা হলো বর্ণনাসূত্র (সনদ) নির্ভুল হওয়া হাদীস। অন্যকথায় বলা যায়, হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে বর্ণনা সূত্রের (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

‘সহীহ হাদীস’ বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হাদীস না বোঝানোর দলিলসমূহ

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে ‘সহীহ হাদীস’ বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হাদীস না বোঝানোর দলিলসমূহের শিরোনাম–

১. সংজ্ঞা
২. শ্রেণিবিভাগ
৩. রহিত হওয়া
৪. কিছু রাবী সকল বিশেষজ্ঞের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়া
৫. রাবীদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়কারীগণ মানুষ হওয়া
৬. কুরআন বিরোধী সহীহ হাদীসের উপস্থিতি।

দলিলসমূহের পর্যালোচনা–

১. সংজ্ঞা

হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী ‘সহীহ হাদীস’ বলতে বোঝায় বর্ণনাসূত্র নির্ভুল হওয়া হাদীস।

২. শ্রেণিবিভাগ

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীসকে বর্ণনাকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে–

ক. মুতাওয়াতির সহীহ : যে সহীহ হাদীসের প্রতি স্তরে অনেক বর্ণনাকারী আছে।

খ. মশহুর সহীহ : যে সহীহ হাদীসের কোনো স্তরে বর্ণনাকারী তিনজন।

গ. আজীজ সহীহ : যে সহীহ হাদীসের কোনো স্তরে বর্ণনাকারী দুইজন।

ঘ. গরীব সহীহ : যে সহীহ হাদীসের কোনো স্তরে বর্ণনাকারী একজন।

সহীহ হাদীসকে এভাবে বিভক্ত করার প্রধান কারণ হলো, বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার মাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। যেমন–

ক. মুতাওয়াতির সহীহ

বক্তব্য বিষয় ১০০% নির্ভুল। কারণ বিভিন্ন স্তরের অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের একটি বিষয় বুঝতে ও উপস্থাপন করতে একই ধরনের ভুল হওয়া অসম্ভব।

খ. মশহুর সহীহ

বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

গ. আজীজ সহীহ

বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মশহুর সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

ঘ. গরীব সহীহ

বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আজীজ সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

৩. রহিত হওয়া

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের বিধান হলো– বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে শক্তিশালী একটি সহীহ হাদীস বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয়কে রহিত করতে পারে। একটি নির্ভুল বক্তব্য অন্য একটি নির্ভুল বক্তব্যকে রহিত করতে পারে না। তবে একটি নির্ভুল বক্তব্য একটি ভুল বক্তব্যকে রহিত করতে পারে। তাই, রহিত করার বিধান থেকে বোঝা যায়, সহীহ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না।

৪. কিছু রাবীকে (হাদীস বর্ণনাকারী) সকল হাদীস বিশেষজ্ঞের গ্রহণ না করা

প্রায় ৬২৫ জন বর্ণনাকারী এমন আছেন যাদেরকে ইমাম বুখারী যোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেননি অথবা উল্টোটি হয়েছে। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, কমপক্ষে ৬২৫টি সহীহ হাদীস আছে যার বক্তব্য বিষয় অগ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৫. বর্ণনাকারীগণকে বাছাইকারী ব্যক্তিগণ মানুষ হওয়া

যে ব্যক্তিগণ হাদীসের বর্ণনাকারীদের বাছাই করেছেন তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। ঐ বাছাই প্রক্রিয়ায় তাদের কোনোই ভুল হয়নি, এটি বিশ্বাস করলে শিরকের গুনাহ হবে।

৬. কিছু সহীহ হাদীসের বক্তব্য (মতন) বিষয় কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত হওয়া

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে কিছু সহীহ হাদীস পাওয়া যায় যার বক্তব্য বিষয় কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত। চলুন প্রথমে তেমন কয়েকটি হাদীস দেখা যাক–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ .

ইমাম বুখারী (রহ.) উবাদাহ ইবন সামিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সাদাকাহ ইবনুল ফাদ্‌ল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস ও রসূল, ঈসাও ছিলেন আল্লাহর দাস ও রসূল এবং আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) রূহ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন; তার আমল যা-ই থাকুক না কেন?

(বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩২৫২)

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়, যার ঈমান আছে সে পরকালে জান্নাতে যাবে তার আমলনামায় বড়ো (কবীরা) বা ছোটো (ছগীরা) যে গুনাহই থাকুক না কেন।

এ বিষয়ে কুরআন

আল কুরআনের বহু স্থানে স্পষ্টভাবে বলা আছে জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে। আর অন্য অনেক স্থানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ করে না নিতে পারলে মু'মিন ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই এ হাদীসের বক্তব্য কুরআনের স্পষ্ট বিরোধী। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ–২০) নামক পুস্তিকাটিতে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ . ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ যার গিফারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তিদ্বয় জুহাইর ইবন হারব ও আহমাদ ইবন খারাসি (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা আমি নবী (স.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি ঘুমাচ্ছিলেন এবং তাঁর গায়ের ওপর একখানা চাদর ছিল। আবার এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। পরে এসে দেখি, তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। তারপর তিনি বললেন, যে বান্দা আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই বলবে এবং এ বিশ্বাসের ওপর মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আরজ করলাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তবুও? রসুল (স.) বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। এ কথাটি তিন তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হলো। চতুর্থবারে রসুলুল্লাহ্ (স.) বললেন, যদিও আবূ যার-এর নাক ধূলিমলিন হয়, (অর্থাৎ আবূ যার-এর অপছন্দ হলেও) রাবী বলেন, আবূ যার (রা.) এ কথা বলতে বলতে বের হলেন, যদিও আবূ যার-এর নাক ধূলিমলিন হয়।

(মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ২৮৩)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বলা হয়েছে– একজন ঈমানদার ব্যক্তি জিনা করলেও জান্নাতে যাবে। তাওবার কথা হাদীসটিতে উল্লেখ নেই।

জিনার বিষয়ে কুরআন

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا.

আর ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।

(সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ৩২)

♦♦ আয়াতটিতে জিনা করা তো দুরের কথা জিনার ধারে-কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। অথচ হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঈমানদার ব্যক্তি জিনা করলেও জান্নাতে যাবে।

হাদীস-৩

কিছু সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহের জন্য জাহান্নামে গেলেও রসুল (স.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

এ বিষয়ে কুরআন

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ .

যার ওপর শাস্তির বাণী যৌক্তিক হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)? তুমি (রসুল) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে।

(সুরা যুমার/৩৯ : ১৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে প্রথমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া নীতিমালা অনুযায়ী যে ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। অতঃপর বলা হয়েছে, যাকে বিচার করে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রসুল (স.)ও শাফায়াত বা অন্য কোনোভাবে বাঁচাতে পারবেন না। তাছাড়া জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী বর্ণনাধারণকারী বহু আয়াত আল কুরআনে আছে।

♣♣ রসূলুল্লাহ (স.) কুরআনের বিপরীত কথা বলতে পারেন না। এ তথ্যটি স্পষ্টভাবে জানা যায় সূরা হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। ওপরে উল্লিখিত এ হাদীসগুলো সহীহ হাদীস। কিন্তু হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত। এ ধরনের আরও কিছু সহীহ হাদীস প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে আছে। এখান থেকেও বোঝা যায় প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না।

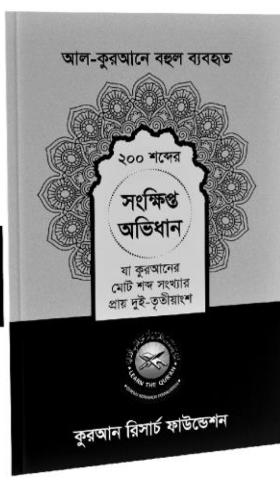

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বাছাই পদ্ধতির দুর্বলতা এবং তার কুফল

সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য হতে সত্য বা নির্ভুল হাদীস আলাদা করার জন্য সনদের ভিত্তিতে বাছাই করা অবশ্যই দরকার ছিল। আমাদের মনীষীগণ এ কাজটি করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছেন। কারণ, এখন সনদ যাচাই করতে চাইলে কোনোভাবেই তা করা যেত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য থেকে সত্য (নির্ভুল) হাদীস বাছাই করার জন্য সনদ তথা বর্ণনাধারার ভিত্তিতে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দুটি মারত্মক ক্ষতি হয়েছে–

১. অসংখ্য নির্ভুল হাদীস 'সহীহ হাদীস' এর তালিকা হতে বাদ পড়ে গেছে

সনদের ভিত্তিতে যাচাইয়ের পদ্ধতিতে শুধু ব্যক্তিকে দেখা হয়েছে, বক্তব্য বিষয়কে দেখা হয়নি। এর ফলে যা ঘটেছে তা হলো–

ক. ব্যক্তির কম বা বেশি দুর্বলতার কারণে তার বর্ণনা করা হাদীসকে যঈফ বা জাল বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ হাদীসটি হয়তো নির্ভুল ছিল। এভাবে হাদীস বাদ দেওয়ার অনেক প্রমাণ হাদীসগ্রন্থে আছে।

খ. দুটি হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিপরীত হলে যে হাদীসটির বর্ণনাকারী অপেক্ষাকৃত দুর্বল সে হাদীসটিকে শায বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খুব ছোটো হাদীস ছাড়া হাদীসগ্রন্থে থাকা হাদীসগুলো রসুল (স.)-এর কথার ভাব বর্ণনা। তাই হাদীস বর্ণনা করার সময় একজন শক্তিশালী বর্ণনাকারীর অনিচ্ছাকৃত একটুও ভুল হয়নি এটি যেমন নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না। একথাও বলা যায় না যে, একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনা করা সকল হাদীস ভুল।

এ দুটি কারণে রসুল (স.)-এর অসংখ্য হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীসের সংখ্যার স্বল্পতাই এ কথার প্রমাণ বহন করে। রসুল (স.) এমন একজন

মানুষ ছিলেন যিনি জীবনের সকল বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি, স্বামী, বাবা, জামাতা, শ্বশুর, নানা ইত্যাদি সবই ছিলেন। অন্যদিকে তার সকল কথা, কাজ ও সমর্থন, এমনকি তাঁর ঘুমানো এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পদ্ধতিটিও হাদীস। সহজেই বোঝা যায়, এ ধরনের একজন ব্যক্তি ২৩ বছরের জীবনে যত কথা, কাজ ও সমর্থন করেছেন তার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংখ্যা মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) এর কাছাকাছি। এ তথ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্য সনদের ভিত্তিতে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র ও চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে রসুল (স.)-এর অসংখ্য হাদীস সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে।

(ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *হুদা আস-সারী*, পৃ. ৭)

২. কিছু ভুল বা মিথ্যা হাদীস 'সহীহ হাদীস' এর তালিকায় ঢুকে পড়েছে

সনদের মাধ্যমে বাছাই করে যে সকল হাদীসকে বর্তমান সহীহ হাদীসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে শুধুমাত্র মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসকে প্রায় একশতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে সত্য বলা যায়। মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। মশহুর, আজিজ ও গরীব সহীহ হাদীসের সত্যতা শতভাগ নিশ্চিত নয়। অধিকাংশ 'সহীহ হাদীস' এ তিন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

যে সকল কারণে প্রচলিত 'সহীহ হাদীস'-এর তালিকায় কিছু ভুল হাদীস ঢুকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে–

১. অনুধাবন ও বর্ণনা করার যোগ্যতার দুর্বলতা

অনুধাবন ও বর্ণনা করার যোগ্যতা সকল মানুষের সমান নয়। এটি একটি চিরসত্য কথা। প্রায় সব সহীহ হাদীসের মতন হচ্ছে রসুল (স.)-এর কথা, কাজ বা সমর্থনের, চার স্তরের, ৫-৭ জন ব্যক্তির, নিজ বুঝের, নিজস্ব শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা বক্তব্যের লিখিত রূপ। সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের বাছাই করার সময় ব্যক্তির গুণাগুণের ব্যাপারে যে কঠোরতা মুহাদ্দিসগণ আরোপ করেছেন তাতে ঐ ধরনের ব্যক্তি কর্তৃক হাদীসের মতনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি এটি মোটামুটি নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। তবে মানবীয় দুর্বলতার কারণে বর্ণনাকারীগণের কারো রসুল (স.)-এর কথা, কাজ বা সমর্থন বুঝতে ও বর্ণনা করতে কোনো ভুল হয়নি এটি অবশ্যই বলা যায় না।

অন্যান্য মানুষ তো দূরের কথা সাহাবায়েকিরামদেরও রসুল (স.)-এর কথা, কাজ বা সমর্থন বুঝতে ও বর্ণনা করতে মতপার্থক্য হয়েছিল তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো–

দৃষ্টান্ত-ক

বুখারী গ্রন্থে উল্লিখিত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) হলো– মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করলে মৃত বক্তিকে আজাব দেওয়া হয়।

{মূল হাদীসটি এরূপ–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا ... ... عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ বকর ইবন আবী শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, হাফ্‌সাহ্ (রা.) উমারের জন্য (ঘাতক কর্তৃক আহত হলে) কাঁদছিলেন। তখন উমার (রা.) বললেন, হে স্নেহের কন্যা! তুমি কি জানো না রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার স্বজনদের কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেওয়া হয়।

মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২১৮১}

বক্তব্যটির ব্যাপারে আয়েশা (রা.) এর মন্তব্য হলো– এটি ইবনে ওমরের ধারণাপ্রসূত কথা। অতঃপর আয়িশা (রা.) বললেন, (এ ব্যাপারে) আল্লাহর কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। (ইরশাদ হয়েছে) : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى – বোঝা বহনকারী কোনো ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না (আন‘আম ১৬৪)। রসুল (স.) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং স্থান, কাল, পাত্র তিনি (ইবনে উমার) অনুধাবন করতে পারেননি বা আয়ত্ত করে রাখেননি।

প্রকৃত ঘটনা ছিল– রসুল (স.) এক ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন তার আপনজনরা মাতম করছে। তখন তিনি বললেন, এরা এখানে মাতম করছে অথচ কবরে তার আজাব হচ্ছে। রসুল (স.)-এর এ

বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ ছিল– আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করছে কিন্তু ইহুদী হওয়ার কারণে মৃত ব্যক্তিটির কবরে আজাব হচ্ছে।

(মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম অনূদিত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, পৃষ্ঠা নং ২০ ও ২১। মূল গ্রন্থ : শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রহ. এর আল ইনসাফ ফি বয়ানী আস্‌বাবিল ইখতিলাফ)

দৃষ্টান্ত-খ

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

ইমাম মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ইবন কারিয (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি ইবন শিহাব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম ইবনু কারিয (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন আবূ হুরায়রা (রা.)-কে মসজিদের সামনে ওযূ করতে দেখেছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন– আমি কয়েক টুকরো পনির খেয়েছি, তাই ওযূ করছি। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা আগুনের রান্না করা খাবার খেলে ওযূ করবে।"

মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮১৫

হাদীসটির বক্তব্য সম্পর্কে অন্য হাদীস–

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ. قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً.

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– "আগুনে রান্না করা খাদ্য খেলে ওযূ করতে হবে; তা পনিরের একটা টুকরাই হোক না কেন।" (আবূ হুরাইরাকে এ কথা বর্ণনা করতে শুনে) ইবনু 'আব্বাস

(রা.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তৈল ব্যবহার করলেও ওযূ করব, আমরা কি গরম পানি পান করলেও ওযূ করব? আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, হে ভাইয়ের ছেলে! যখন তুমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কোনো হাদীস শুনতে পাও তার সামনে উদাহরণ পেশ করো না।

তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৭৯

দৃষ্টান্ত-গ

হাজ্জের সময় রসুল (স.)-এর আবতাহা উপত্যকায় অবতরণের ঘটনাটি আবু হুরায়রা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর মতে ইবাদাতের তথা হাজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়েশা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে রসুল (স.) ঘটনাক্রমে সেখানে অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং তা হাজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম অনুবাদকৃত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, পৃষ্ঠা নং ১৮। মূল গ্রন্থ : শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রহ. এর আল ইনসাফ ফি বয়ানী আস্‌বাবিল ইখতিলাফ)

দৃষ্টান্ত-ঘ

রসুল (স.)-এর পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন– রসুল (স.) এ হাদীসের (এ কাজের) ভাবার্থ বর্ণনার ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবীর বক্তব্য হলো–

- কেউ কেউ বলেছেন– লাশের সাথে ফেরেশতা থাকেন। ঐ ফেরেশতাকে সম্মান দেখানোর জন্য রসুল (স.) দাঁড়িয়েছিলেন।
- কেউ কেউ বলেছেন– মৃত্যু ভীতির জন্য রসুল (স.) দাঁড়িয়েছিলেন।
- কেউ কেউ বলেছেন– লাশটি ছিল ইহুদীর। নিজ মাথার ওপর দিয়ে ইহুদীর লাশ অতিক্রম করুক এটি চাননি বলে রসুল (স.) দাঁড়িয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ হতে সংকলিত

দৃষ্টান্ত-ঙ

রসুল (স.) খায়বার যুদ্ধের সময় মুতআ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর তা নিষেধ করে দেন। অতঃপর আওতাস যুদ্ধের সময় আবার মুতআ বিয়ের অনুমতি দেন। এবারও যুদ্ধের পর সে অনুমতি প্রত্যাহার করেন। রসুল (স.)-এর এই কর্মপদ্ধতির মর্মার্থ থেকে মুতআ বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবীর মতামত হচ্ছে–

- হযরত ইবনে আব্বাসের মতে– প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মুতআ বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন শেষে তা প্রত্যাহার করা

হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজন ও তা গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্য অনুমতি স্থায়ী।

- অন্য সাহাবীদের মতে– অনুমতিটি ছিল মুবাহ পর্যায়ের। নিষেধাজ্ঞা সে অনুমতিকে স্থায়ীভাবে রহিত করে দিয়েছে।

♣♣ এ ধরনের আরও দৃষ্টান্ত আছে যেখান থেকে সহজেই জানা যায়, রসুল (স.)-এর কথা, কাজ বা সমর্থন বুঝতে সাহাবায়েকিরামগণের মধ্যেও কারও কারও অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছিল। সুতরাং অন্য স্তরের মানুষেরও তা হওয়া স্বাভাবিক। সিহাহ সিত্তায় যে সকল সহীহ হাদীস উল্লেখ আছে তার অধিকাংশ রসুল (স.) থেকে গ্রন্থকার মুহাদ্দিসের কাছে পৌঁছেছে বিভিন্ন স্তরের ৫-৭ (পাঁচ থেকে সাত) জন বর্ণনাকারীর মুখ ঘুরে। প্রায় সবাই তার পূর্ববর্তীর কাছ থেকে শোনা বক্তব্যটির নিজ বুঝের, নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে রসুল (স.)-এর ইন্তেকালের প্রায় ২০০-২৫০ বছর পরে। তাই মানবীয় দুর্বলতার কারণে প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের কিছু সহীহ হাদীসের বক্তব্য, রসুল (স.)-এর প্রকৃত বক্তব্যের ভুল উপস্থাপন হওয়া অসম্ভব নয়। বরং স্বাভাবিক।

২. বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা

বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা বা হাদীস গ্রহণের শর্তের বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়–

ক. যাদের কাছ থেকে ইমাম বুখারী হাদীস গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন বা ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম বুখারী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এমন শায়খ বা হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৬২৫ (ছয়শত পঁচিশ)।

(মুকাদ্দামাতু নাওয়াভী, শরহে মুসলিম, পৃষ্ঠা-৩)

অর্থাৎ এমন অনেক হাদীস আছে যাকে ইমাম বুখারী সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিমের কাছে তা সহীহ নয় অথবা ইমাম মুসলিম সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম বুখারীর কাছে তা সহীহ নয়।

খ. বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে যাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে এমন এক বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারীর হাদীস ইমাম নাসায়ী গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা-৪১)

গ. ইমাম নাসায়ী এমন অনেক বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করেননি যাদের কাছ থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীস গ্রহণ করেছেন।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– বর্তমান বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত সকল সহীহ হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুল না হওয়াই স্বাভাবিক।

৩. গ্রন্থকারের অজান্তে তার রচিত হাদীস গ্রন্থে জাল হাদীস লিখে রাখা

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেন– হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য, পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।
(ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা : ১২৮-১২৯; সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮১-২৮৪)

পদ্ধতিটির পর্যালোচনা : এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল সহজে জাল হাদীসের প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। তাই, সহজেই বলা যায়– এ পদ্ধতি অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থে থাকা হাদীস তেমন প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আর তাই এ পদ্ধতিতে জাল হাদীস ঢুকানো হয়েছে প্রধানত বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে।

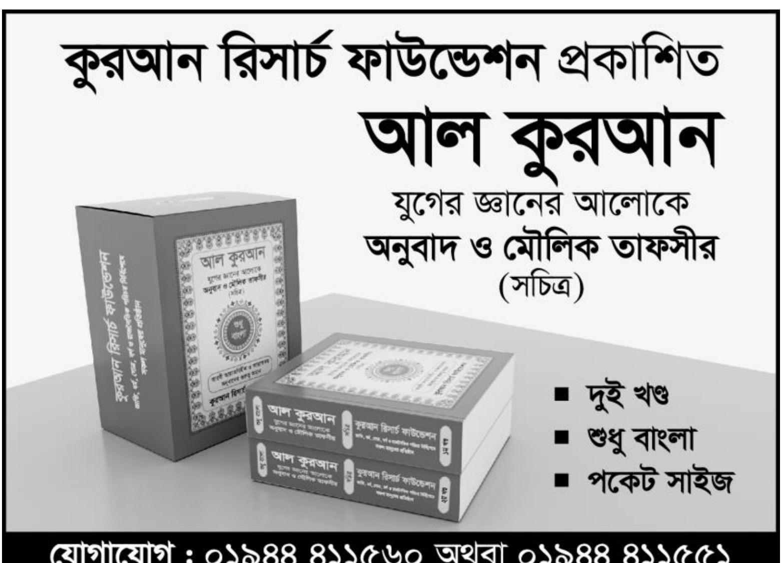

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে ব্যবহৃত
‘সহীহ হাদীস’ পরিভাষাটির নাম পরিবর্তন

ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে ‘সহীহ হাদীস’ বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না। তাই ‘সহীহ হাদীস’ নামটি একটি ভুল নাম (Misnomer)। কারণ, আরবী ‘সহীহ’ শব্দটির অর্থ হলো সত্য, সঠিক বা নির্ভুল। তাই, নামটি শুনেই সাধারণ মুসলিম ও অনেক মাদ্রাসায় পড়া ব্যক্তি মনে করেন ‘সহীহ হাদীস’ অর্থ সত্য বা নির্ভুল হাদীস। আর তাই ‘সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ কোনো কথা বললে তা তারা চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়। এর ফলে মুসলিমদের অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই ‘সহীহ হাদীস’ নামটি পরিবর্তন করা বিশেষভাবে দরকার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিদ্যায় অতীতের অনেক ভুল নাম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ, ঐ ভুল নামগুলোর ফলে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি উদাহরণ– চিকিৎসা বিজ্ঞানে Pylorus বলা হয় পাকস্থলির নিচের অংশকে। আর Duodenum বলা হয় ক্ষুদ্রান্তের প্রথম অংশকে। ছবি দেখুন–

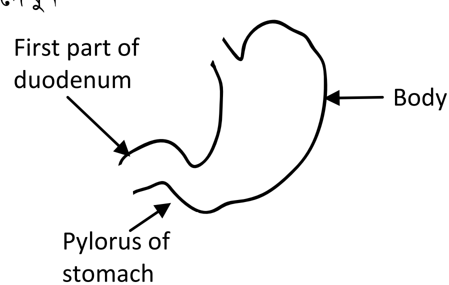

অনেক দিন ধরে আলসার রোগে ভুগলে Duodenum এর প্রথম অংশটি সরু হয়ে যায়। ফলে পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্তে খাবার যেতে বাধার সৃষ্টি হয়। এ রোগটির অতীতে নাম দেওয়া হয়েছিল Pyloric stenosis. কিন্তু Pylorus হলো পাকস্থলির নিচের অংশ। তাই, Pyloric stenosis নামটি দিয়ে

বোঝায় পাকস্থলির নিচের অংশ সরু বা চিকন হয়ে যাওয়া রোগ। তাই Pyloric stenosis একটি ভুল নাম। অনেক ছাত্র নামটি শুনে মনে করে Duodenal ulcer রোগে সরু হয় পাকস্থলির নিচের অংশ। এ ভুল নামটির কারণে অনেক ছাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এজন্য এ নামটি বর্তমানে পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে এ রোগটিকে বলা হয় Duodenal stenosis. এ নামটি শুনে যেকোনো ছাত্র Duodenal ulcer রোগে কোথায় চিকন বা সরু হয় তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

এ উদাহরণের আলোকে সহজে বলা যায়– প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' নামটি পাল্টানো বিজ্ঞানসম্মত কাজ হবে। এ কাজটি করতে পারলে মুসলিম জাতির বিরাট উপকার হবে। পরিবর্তিত নামটি হবে 'সনদ সহীহ হাদীস'। যারা যথাযথ স্থানে আছেন তাদেরকে আমরা আহবান জানাচ্ছি এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখার জন্য। অন্যথায় তাদেরকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

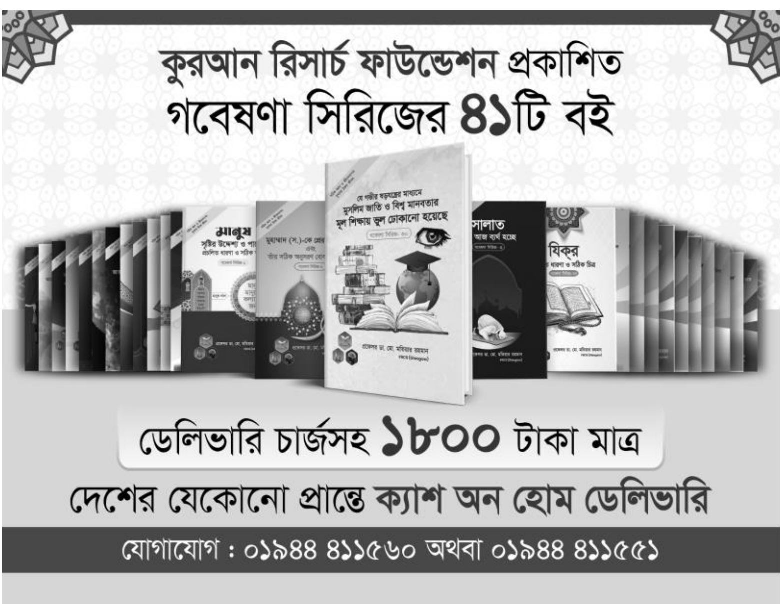

বর্তমান ‘সহীহ’ ও ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করে ‘প্রকৃত সহীহ হাদীস’-এর সংকলন রচনা

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি তিনটি শিরোনামে আলোচনা করা হবে–

ক. বর্তমান ‘সহীহ’ ও ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করে প্রকৃত সহীহ হাদীসের নতুন তালিকা তৈরি করতে যাওয়া সংগত হবে কি না।

খ. হাদীসের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য।

গ. মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হওয়া হাদীসের নামকরণ।

ক. বর্তমান ‘সহীহ’ ও ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করে ‘প্রকৃত সহীহ হাদীস’-এর নতুন তালিকা তৈরি করতে যাওয়া সংগত হবে কি না

আকল/Common sense/বিবেক

ইতোমধ্যে আলোচিত হওয়া বিষয়সমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

- প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে ‘সহীহ হাদীস’ বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না। বর্ণনাধারা (সনদ) নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায়।
- অনেক সত্য হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকা হতে বাদ পড়েছে। কারণ, যোগ্য বর্ণনাকারী বাছাইয়ের জন্য কঠিন শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্য তার বলা হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) সত্য হওয়ার পরও গ্রহণ করা হয়নি। ঐ হাদীসগুলোকে যঈফ, জাল ইত্যাদি নাম দিয়ে সহীহ হাদীসের তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে।
- কিছু ভুল হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকায় ঢুকে গেছে।
- প্রচলিত অধিকাংশ সহীহ হাদীস হলো রসুল (স.)-এর পরের ৪ (সাহাবী, তাবে'য়ী, তাবে-তাবে'য়ী, তাবে-তাবে-তাবে'য়ী) বা ৩ স্তরের (সাহাবী, তাবে'য়ী, তাবে-তাবে'য়ী) ব্যক্তিদের রসুল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের ভাববর্ণনা। ভাববর্ণনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

- পরের স্তরের বর্ণনাকারী পূর্বের স্তরের বর্ণনাকারীর কাছ হতে হাদীস শোনার পর যা বুঝেছেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।
- বুখারী ও মুসলিমসহ সকল হাদীস গ্রন্থকারগণ (রহ.) তাঁর সাথে দেখা হওয়া বর্ণনাকারীর কাছ হতে হাদীস শুনে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ লেখা থাকলেও হাদীসগ্রন্থসমূহের সকল হাদীস শোনা হাদীস।

হাদীস ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তাই রসুল (স.)-এর একটি প্রকৃত হাদীস তালিকা থেকে বাদ যাওয়া যেমন মহাক্ষতির তেমনই একটি ভুল কথা রসুল (স.)-এর কথা হিসেবে তালিকায় ঢুকে পড়াও মহাক্ষতিকর। আর তাই বর্তমান 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করে 'মতন সহীহ হাদীস'-এর তালিকা তৈরি করা মুসলিম জাতির জীবন-মরণ প্রশ্ন।

তাই আকল/Common sense/বিবেকের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– বর্তমান 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করে নির্ভুল/মতন সহীহ হাদীসের সংকলন রচনা করা শুধু ইসলাম সম্মত হবে না, এটি মুসলিম জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আল কুরআন

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا اَنۡ تُصِيۡبُوۡا قَوۡمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُوۡا عَلٰى مَا فَعَلۡتُمۡ نٰدِمِيۡنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা প্রমাণ করে নেবে, না হলে জাহালতের কারণে তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে। অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হবে।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : বনী মুস্তালিক নামক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে রসুল (স.) সাহাবী অলীদ ইবনে উকবাকে তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠান। তিনি ঐ এলাকায় পৌঁছে কোনো কারণে ভয় পান এবং গোত্রের লোকদের সাথে কথা না বলে ফিরে যান। মদিনায় ফিরে তিনি রসুল (স.)-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। রসুল (স.) এ কথা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ গোত্রকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বা সেনাবাহিনী পাঠান। এ সময় ঐ গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে জিরার একটি

প্রতিনিধি দল নিয়ে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে রসুল (স.)-কে জানান আমরা অলীদকে দেখিনি। আর যাকাত দিতে অস্বীকার করা বা হত্যা করতে চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ তথ্য জানার পর রসুল (স.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

(সিরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-২৩৭, ইবনে কাছীর, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯)

আল কুরআনে ফাসিক শব্দটি দুর্বল মু'মিন, গুনাহগার মু'মিন, কাফির ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো– কাফির, জালিম, গুনাহগার মু'মিন এমনকি সাহাবীর কাছ হতে কোনো কথা শোনার পর যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার আগে সত্য বলে গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া নিষেধ।

তথ্য-২

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ . وَ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ . يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করবে না।

(সুরা নূর/২৪ : ১৫, ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটিসহ সুরা নূরের **১১-২০** নং আয়াতের শানে নুযুল হলো বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আয়েশা (রা.)-এর ওপর অপবাদ দেওয়ার ঘটনা (ইফকের ঘটনা)। ঘটনাটি সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে থাকা বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে **'কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে।

প্রচারণাটি প্রথম শুরু করে মুনাফিক সর্দার আবুদুল্লাহ বিন উবাই। তারপর সাহাবীগণের মুখের মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সাহাবীগণ হলেন সবচেয়ে শক্তিশালী মু'মিন। তাই আয়াত তিনটির শিক্ষা হলো– মুনাফিক, দুর্বল মু'মিন, শক্তিশালী মু'মিন এমনকি সাহাবীগণের কাছ হতে কোনো কথা শোনার পর যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার আগে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করা যাবে না।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ বিন মুয়াজ আল-আনবারী থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষের মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট যখন সে শোনা বিষয় যাচাই-বাছাই ছাড়া বর্ণনা (প্রচার) করে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাফস ইবন আছিম (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি 'উবাইদুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আম্বারী (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– হাফস ইবন আছিম (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أخرج الحاكم ... ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– গোনাহ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করে।

- ♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৮১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : প্রচলিত সকল সহীহ হাদীস হলো রসুল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন হিসেবে শোনা কথার লিখিত রূপ। তাই, হাদীস তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– প্রচলিত সকল সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) যাচাই করে নির্ভুল প্রমাণিত হওয়ার আগে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করা যাবে না।

হাদীস-৬

عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ وَ اَبِيْ اُسَيْدٍ ... ... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلاَكُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبِكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدُكُمْ مِنْهُ .

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা আমার নামে কোনো বর্ণনা শুনো তখন যেটাকে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক বুঝতে পারে) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) নরম হয় (গ্রহণ করে) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের (মনের) নিকটতর তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন তোমাদের

অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতর। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/ Common sense/বিবেক) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) বিমুখ হয় (গ্রহণ করে না) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মন দূরে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে ।

- ♦ আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬০০৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মানুষের মন বলতে আকলে সালিম (অপরিবর্তিত/ উৎকর্ষিত আকল) বুঝানো হয়েছে। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী, মানুষের আকলে সালিমের রায় এবং রসুল (স.)-এর আকল/Common sense/বিবেকের রায় তথা হাদীস অভিন্ন।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– আকল/Common sense/ বিবেক প্রচলিত সহীহ হাদীস যাচাই করার একটি প্রাথমিক মানদণ্ড (দারোয়ান) হতে পারে।

খ. হাদীসের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য

হাদীসের নির্ভুলতা বা সত্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ইসলামের মনীষীগণও একমত। তবে হাদীসের নির্ভুলতা বা সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতির ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। এ বিষয়ে উপস্থিত দুটি পদ্ধতি হলো–

১. রেওয়ায়েত তথা বর্ণনাসূত্র পর্যালোচনা করা।
২. দিরায়াত তথা বক্তব্য বিষয় (মতন) পর্যালোচনা করা।

হাদীস যাচাইয়ের এ উভয় পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.) তাঁর 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' নামের গুরুত্বপূর্ণ বইটির সপ্তম প্রকাশের ৪৫৩ ও ৪৫৪ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা হুবহু তার ভাষায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

"পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা হইতে দিরায়াত প্রক্রিয়ার যে কয়টি মূলনীতি প্রকাশিত হয়, তাহা এখানে একত্রে উল্লেখ করা যাইতেছে–

১. হাদীস কুরআনের স্পষ্ট দলীলের বিপরীত হইবে না।
২. হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত সুন্নাতের বিপরীত হইবে না।
৩. হাদীস সাহাবায়ে কিরামের সুস্পষ্ট ও অকাট্য ইজমার বিপরীত হইবে না।

৪. হাদীস সুস্পষ্ট বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত হইবে না।
৫. হাদীস শরীয়াতের চির সমর্থিত ও সর্বসম্মত নীতির বিপরীত হইবে না।
৬. কোনো হাদীস বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে গৃহীত হাদীসের বিপরীত হইবে না।
৭. হাদীসের ভাষা আরবী ভাষার রীতি-নীতির বিপরীত হবে না। কেননা নবী করীম (স.) কোনো কথাই আরবী রীতি-নীতির বিপরীত ভাষায় বলেননি।
৮. হাদীস এমন কোনো অর্থ প্রকাশ করবে না, যা অত্যন্ত হাস্যকর, নবীর মর্যাদা বিনষ্টকারী।

উসূলে হাদীস-এর গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে আরও অনেক মূলনীতির উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীস যাচাই করা এবং সহীহ কি গায়েরে সহীহ পরীক্ষা করার জন্য ওপরে বর্ণিত দুটি পন্থা রেওয়ায়েত ও দিরায়াত প্রয়োগ করার ব্যাপারে হাদীস-বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক শ্রেণির লোক কেবলমাত্র রেওয়ায়েত-প্রক্রিয়া বা সনদ যাচাইয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সনদ ঠিক থাকলে এবং তার ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে রক্ষিত হলেই হাদীস নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর অন্যদের মতে সনদ ঠিক হওয়ার তুলনায় মূল হাদীসটি যুক্তিসংগত হওয়া তথা দিরায়াত যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হওয়াই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক দিয়ে কোনো হাদীস সঠিকরূপে উত্তীর্ণ না হলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমনকি সনদ ঠিক হলেও এবং সনদ বিচারে তা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত মুহাক্কিক আলিমদের দৃষ্টিতে **এককভাবে এই দুটি পন্থাই ভারসাম্যহীন।** এর একটি একান্তভাবে সনদ নির্ভর। সনদ ছাড়া সেখানে আর কিছুই বিচার্য নয়। আর সনদ ঠিক ও নির্ভরযোগ্য হলেই সে হাদীস একান্তই গ্রহণীয়। দ্বিতীয়টি নিরঙ্কুশভাবে বুদ্ধিভিত্তিক। সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তির দৃষ্টিতে মূল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হলে তার সনদ বিচারের কোনো প্রয়োজনই মনে করা হয় না। অথচ প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র সনদ কোনো কথাকে সত্য ও সঠিক প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না, যেমন যথেষ্ট নয় কেবলমাত্র বুদ্ধি ও যুক্তি-বিচার! এ কারণে এই দুইটি প্রক্রিয়ার মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন ও ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য।”

গ. মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হওয়া হাদীসের নামকরণ

সনদ 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের তালিকা মুসলিম উম্মাহর কাছে আছে। তাই, মতন (বক্তব্য বিষয়) যথাযথভাবে যাচাই করার পর যে হাদীসগুলোর মতন নির্ভুল বা ভুল বলে প্রমাণিত সেগুলোর নিম্নোক্ত নাম দেওয়া যেতে পারে–

১. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস
২. সনদ দুর্বল মতন সহীহ হাদীস
৩. সনদ সহীহ মতন দুর্বল হাদীস
৪. সনদ ও মতন দুর্বল হাদীস

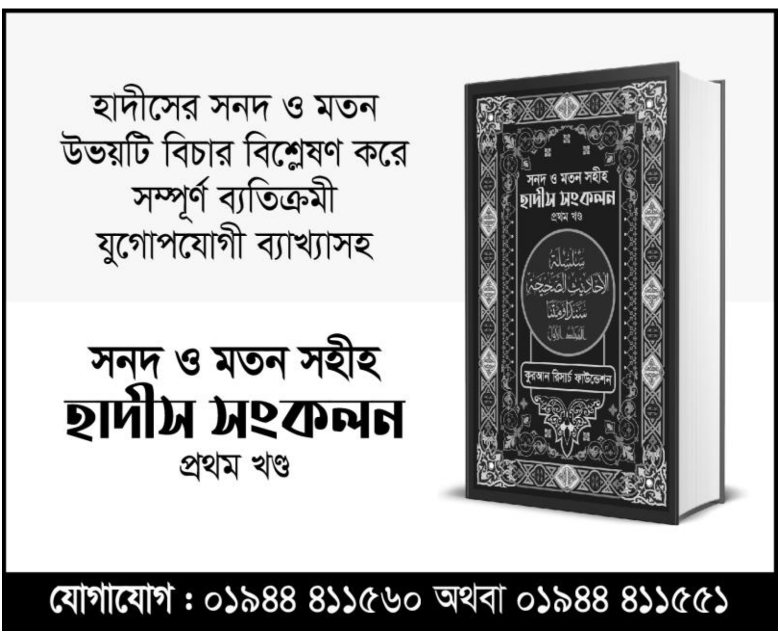

হাদীস ব্যাখ্যার মূলনীতি

হাদীস সম্পর্কিত ইতোমধ্যে আলোচিত হওয়া বিষয়সমূহ সামনে থাকলে হাদীস ব্যাখ্যার কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেক ভিত্তিক মূলনীতি বের করা বা বোঝা সহজ। মূলনীতিসমূহ হলো−

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, তবে বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

মূলনীতিসমূহের পর্যালোচনা

মূলনীতি-১

❑ **সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না**

আকল/Common sense/বিবেক

ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়। কখনো বিপরীত হয় না। হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। অবশ্যই বিপরীত হবে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ... ...

... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি রসুল (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া নিয়োগপত্র। তাহলে এ আয়াত অনুযায়ী সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। অবশ্যই বিপরীত হবে না।

তথ্য-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ... ...

রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে কুরআনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বলা হয়েছে। তাহলে এ আয়াত অনুযায়ী হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। অবশ্যই বিপরীত হবে না।

তথ্য-৩

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ . فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার সম্পর্কে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমি তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম (শক্ত করে ধরে ফেলতাম)। অতঃপর অবশ্যই আমি তার জীবন-ধমনি কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই, যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতো।

(সুরা হাক্কা/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলো অনুযায়ী রসুল (স.) কুরআনের নামে বানানো বা বিপরীত কথা বললে মহান আল্লাহ তাঁকে হত্যা করে ফেলতেন। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। অবশ্যই বিপরীত হবে না।

তথ্য-৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ... ...

আমরা এমন কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যাকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া আনুগত্য করা হবে। ... ...

(সুরা নিসা/৪ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া রসুল (স.)-এর আনুগত্য করা নিষেধ।

আল্লাহর ঐ প্রোগ্রামে থাকা প্রধান ৩টি বিষয় হলো–

১. রসুলুল্লাহ (স.)-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করতে হবে।
   ব্যাখ্যা কখনো মূল বক্তব্যের বিপরীত হয় না। তাই, কুরআনের বিপরীত কথাকে রসুল (স.)-এর হাদীস হিসেবে মানা যাবে না।
২. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন সরাসরি শুনলে বা দেখলে তা অনুসরণ করতে হবে।
৩. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারো কাছ হতে শুনলে বা দেখলে বিষয়টি সত্যই তিনি বলেছেন বা করেছেন কি না সেটি আগে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর অনুসরণ করতে হবে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أخرج الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ... ... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن:١–٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– হারেস (রা.) বলেন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন– আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই ফিতনা **(মিথ্যা হাদীস) ছড়িয়ে পড়বে**। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, **আল্লাহর কিতাব (কুরআন)**, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা **(কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমরা তৃপ্তি লাভ করে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনলো তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

♦ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯০৬।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে পরিষ্কারভাবে যে দুটি কথা জানা যায় তা হলো–

১. মুসলিম সমাজে মিথ্যা হাদীস বা ইসলামের নামে বানানো কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

২. ঐ সকল মিথ্যা হাদীস বা বানানো কথা থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন। অর্থাৎ কুরআন দিয়ে যাচাই করে ঐ সকল মিথ্যা হাদীস বাদ দিতে হবে।

তাই, হাদীসটির একটি শিক্ষা হলো– কুরআনের বিপরীত কথা রসুল (স.)-এর হাদীস হতে পারে না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ২৪০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসুল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসুলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি তথা রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। আর রসুল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য। অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসুল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রসুল (স.) যাদের সামনে কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরবী ভাষাভাষী ও রসূলের (স.) সাহাবী। তাহলে রসুল (স.) কেন এ কথাটি বলেছেন তা সকল যুগ বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। যে সকল প্রধান কারণে রসুল (স.) এ কথা বলেছেন তার একটি হলো– জাল/মিথ্যা হাদীস ধরতে না পারা।

তাই, এ হাদীসটিরও শিক্ষা হলো হাদীস যার কাছ থেকেই শোনা হোক না কেন তার বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা কুরআন দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। কুরআনের বিপরীত কথা হাদীস হতে পারে না।

মূলনীতি-২

❑ একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে

রসুল (স.) একটি বিষয়ের একটি দিক এক হাদীসে এবং অন্যদিক আর এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাই হাদীস থেকে একটি বিষয় জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

উদাহরণ

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ .

ইমাম বুখারী (রা.) উবাদাহ ইবন সামিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সাদাকাহ ইবনুল ফাদ্ল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস ও রসূল, ঈসাও ছিলেন আল্লাহর দাস ও রসূল এবং আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) রূহ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন; তার আমল যা-ই থাকুক না কেন?

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩২৫২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়, যার ঈমান আছে সে পরকালে জান্নাতে যাবে তার আমলনামায় বড়ো (কবীরা) বা ছোটো (ছগীরা) যে গুনাহই থাকুক না কেন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ فِي كتاب الجنائز، بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ : أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِفْتَاحُ الجَنَّةِ؟ قَالَ : بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থের 'জানাযা' অধ্যায়ের 'জানাযা ও যার শেষ কথা হবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ' পরিচ্ছেদে ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হতে শুনে বর্ণনা করেছেন– ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'-এই কালেমা কি বেহেশতের চাবি নয়? (সুতরাং আপনি আমলের জন্যে এত তাকিদ করেন কেন?)। উত্তরে তিনি বললেন– 'নিশ্চয় (এটা চাবি) কিন্তু প্রত্যেক চাবিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা চাবি (আমলওয়ালা ঈমান) নিয়ে যাও, তবেই (জান্নাতের দরজা) তোমার জন্য খোলা হবে। অন্যথায় তা তোমার জন্য খোলা হবে না।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৯।

♦ বর্ণনাটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ...عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৩২২২।

♦ হাদীসটির সনদ হাসান।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : ১নং হাদীসটি পড়লে মনে হয় ঈমান থাকা ব্যক্তি আমল না থাকলেও জান্নাতে যাবে। কিন্তু ২নং ও ৩নং হাদীসের বক্তব্য হলো জান্নাত

পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমলও থাকতে হবে। তাই হাদীস ৩টি একসাথে পর্যালোচনা করলে চূড়ান্ত রায় হবে– যার ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমলও থাকবে তার জন্য জাহান্নাম হারাম।

মূলনীতি-৩

❑ হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) বিরোধী হবে না

যুক্তি

কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেক একই উৎস আল্লাহ থেকে আসা। তাই যুক্তি অনুযায়ী হাদীস সঠিক আকলের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী না হওয়ার কথা।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا

مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ .

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ, তাদের অধিকাংশই আকল/Common sense/বিবেক না ব্যবহার করা ব্যক্তি।

(সুরা আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী যারা আকল/Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না তারা ঈমান আনতে পারবে না।

তথ্য-২

... ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

আর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অকল্যাণ/ভুল চাপিয়ে দেন তাদের ওপর যারা আকল/Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্য হলো– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যারা আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার করে না তাদের ওপর অকল্যাণ/ভুল চেপে বসে।

তথ্য-৩

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আনফাল/৮ : ২২)

তথ্য-৪

كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَىْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ . وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে– কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে– সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে– হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** আকল/Common sense/ বিবেককে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে আসতে হতো না।

(সুরা মুলক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী আকল/Common sense/বিবেক কাজে না লাগানো জাহান্নামে যাওয়ার একটি কারণ হবে।

আল হাদীস

হাদীস-১

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ وَ اَبِىْ اُسَيْدٍ ... ... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اَشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلَاكُمْ بِهِ . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تُنْكِرُهُ قُلُوْبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اَشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدُكُمْ مِنْهُ .

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে

লিখেছেন– আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা আমার নামে কোনো বর্ণনা শুনো তখন যেটাকে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক বুঝতে পারে) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) নরম হয় (গ্রহণ করে) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের (মনের) নিকটতর তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতর। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) বিমুখ হয় (গ্রহণ করে না) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মন দূরে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে ।

♦ আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬০০৩।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী অপরিবর্তিত আকলের (আকলে সালিম) রায় আর রসুল (স.)-এর হাদীস অভিন্ন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) হতে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

♦ আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নম্বর- ২২২২০।

♦ হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশের ব্যাখ্যা : সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে। তাই হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– আকল/Common sense/ বিবেক জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

'যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে ' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– কোনটি গুনাহ তথা নিষিদ্ধ কাজ তা জানা-বোঝার একটি উৎস হলো আকল/Common sense/বিবেক।

যে বিষয়টি জাগ্রত থাকা বা না থাকার ওপর ঈমান নির্ভরশীল এবং যেটি মানুষকে নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় সেটি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– আকল/Common sense/বিবেক অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-৩

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ ... ...

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ হতে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো

সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। ... ...

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৭৭৭

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী মানুষের মন তথা মনে থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ন্যায় (সঠিক) ও অন্যায় (ভুল) বুঝতে পারে। আর ঐ উৎস সম্মতি না দিলে কোনো ব্যক্তির ফতোয়া যাচাই না করে মানা নিষেধ। সে ব্যক্তি যত উচু মানেরই হোক না কেন। জ্ঞানের যে উৎসের রায়ের বিপরীত উচু মানের ব্যক্তিদের রায়ও যাচাই ছাড়া মানা নিষেধ সে উৎস অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত তথ্যসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় কুরআন, হাদীস ও যুক্তি আকল/Common sense/বিবেককে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, সহজে বলা যায়– হাদীস সঠিক আকল/Common sense/বিবেকের বিপরীত হবে না।

মূলনীতি-৪

❑ হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না

আকল/Common sense/বিবেক

বিজ্ঞানের সূত্রগুলো প্রণয়ন করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। বিজ্ঞানীরা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উদ্ঘাটন (Discover) করেছেন মাত্র। তাই, হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী অবশ্যই হতে পারে না।

আল কুরআন

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্য হতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম

অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

তাই, আয়াতটি অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্য অভিন্ন হবে। হাদীস কুরআনের বিপরীত হবে না। তাই আয়াতটি অনুযায়ী হাদীস অবশ্যই বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হতে পারে না।

আল হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهاَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْاِنْسَانُ رَبَّه قَالَ اِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْعٍ.

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসূল (স.) বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।
- হাদীসটি 'আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দ্বীন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।
- হাদীসটির মতন সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াত এবং সুরা যারিয়াতের ২০ ও ২১ নং আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বললেও বেশি বলা হবে না।

ব্যাখ্যা : রবকে চেনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (তথ্য/জ্ঞান) রবকে চেনা তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। তাই হাদীটি অনুযায়ী হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

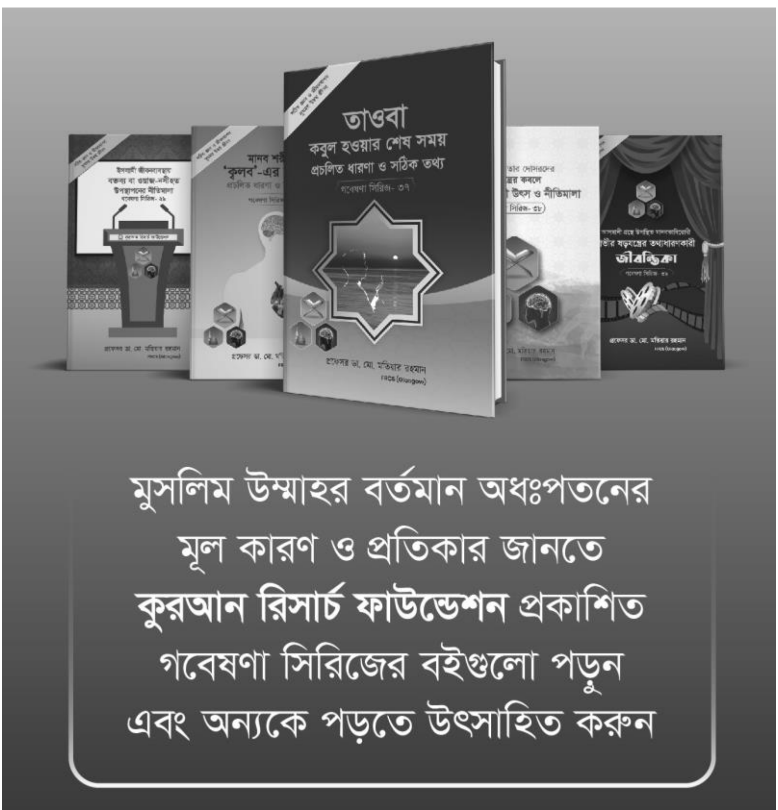

প্রচলিত 'সহীহ হাদীস'-এর মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা বা পদ্ধতি

ইসলাম নির্ভুল জ্ঞানার্জনের একটি সাধারণ নীতিমালা দিয়েছে। যে কোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য ঐ নীতিমালা হবে মূল নীতিমালা। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি হলো−

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

প্রচলিত 'সহীহ হাদীস'-এর মতন যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহচিত্র/মূলনীতি প্রণয়ন করতে হবে ইসলাম প্রদত্ত ঐ প্রবাহচিত্র/মূলনীতির আলোকে। আর নীতিমালাটিতে হাদীসের সনদ ও মতন উভয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রবাহচিত্র/মূলনীতিটি হবে নিম্নরূপ–

প্রচলিত সহীহ হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়)

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) ভিত্তিতে যাচাই করে মতনটিকে সঠিক বা ভুল বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে প্রচলিত অন্য সহীহ হাদীস দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

মতনটির বিষয়ে প্রচলিত অন্য কোনো সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে এবং হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের হলে তাকে সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা। অন্যথায় প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা

প্রচলিত 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করার ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহচিত্র/মূলনীতি

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, বর্তমান হাদীসশাস্ত্রে সনদের মাধ্যমে যাচাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে রসুল (স.)-এর অসংখ্য হাদীস বর্তমান সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। মানব সভ্যতার জন্য সুখবর হলো ঐ হাদীসগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়নি। এখন আমাদের মতনের ভিত্তিতে যাচাই করে যঈফ বলে বাদ দেওয়া হাদীসের মধ্য হতে রসুল (স.)-এর সঠিক কথাগুলো বের করে এনে 'মতন সহীহ' হাদীসের তালিকার সাথে যোগ করে দিতে হবে।

যে নীতিমালা বা ফর্মুলার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে তা হলো–

প্রচলিত যঈফ হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়)

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) ভিত্তিতে যাচাই করে মতনটিকে সঠিক বা ভুল বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সনদ ও মতন সহীহ হাদীস দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

মতনটির বিষয়ে সনদ ও মতন সহীহ হাদীস না পাওয়া গেলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা

হাদীস নিয়ে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' যা করেছে ও করবে

হাদীস সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়সমূহ জানার পর কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন হাদীস নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কাজ শুরু করে দেয়। ফাউন্ডেশন সিদ্ধান্ত নেয়– প্রথমে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা বের করবে। তারপর সনদ দুর্বল ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা বের করবে। এরপর সনদ সহীহ ও মতন দুর্বল হাদীসের তালিকা বের করবে। সবশেষে সনদ ও মতন দুর্বল হাদীসের তালিকা বের করবে। জানুয়ারি ২০২১ সনে ফাউন্ডেশন সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন (১ম খণ্ড : জ্ঞান) প্রকাশ করে।

সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনে প্রতিটি বিষয়ে হাদীসের সাথে অন্য যে বিষয়ের তথ্য যে ক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে–

সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনে প্রতিটি বিষয়ের প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কিত আকলের তথ্য, তারপর ঐ বিষয়ে কুরআনের আয়াত এবং শেষে ঐ বিষয়ের সনদ ও মতন সহীহ হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনে একটি হাদীস যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনে একটি হাদীস প্রথমে আরবীতে তারপর বাংলায় তার অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। আরবীর সনদ অংশে সকল রাবীর (বর্ণনাকারী) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা অংশে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে–

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– ... ... ।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য : ... ...

প্রচলিত হাদীস গ্রন্থে হাদীসের সনদ ও মতন অংশ লেখা থাকে এভাবে–
আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– ... ... ।

পর্যালোচনা : প্রচলিত হাদীস গ্রন্থ পড়ে পাঠক মনে করে হাদীসটির মতন আবু হুরায়রা (রা.) তথা সাহাবী ব্যক্তির সরাসরি বলা বক্তব্য। তাই, তারা হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনে সন্দেহ হলেও মুখে প্রকাশ করতে সাহস পায় না। কিন্তু সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলনের হাদীস পড়ে সকল পাঠক সহজে বুঝতে পারবে যে হাদীসটি সনদের কত নাম্বার ব্যক্তির কাছ হতে শুনে গ্রন্থকার লিখেছেন। ফলে কোনো হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনে সন্দেহ হলে পাঠক সেটি প্রকাশ করতে সাহস পাবে।

সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভিকা ও যে সকল বিষয়ের হাদীস থাকছে–

ক্রম	বিষয়বস্তু
১	সম্পাদকীয়
২	প্রারম্ভিকা
৩	সহীহ ও দ’ঈফ হাদীস নির্ণয় বা নিরূপণের পদ্ধতি
৪	সহীহ ও দ’ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনের ইতিকথা
৫	সহীহ ও দ’ঈফ হাদীস নিরূপণ ও সংকলনে কতিপয় প্রবীণ মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত নীতিমালা
৬	আধুনিক যুগের কতিপয় মুহাদ্দিস ও হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান
৭	সহীহ ও দ’ঈফ হাদীস নির্ণয় ও সংকলনে মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত নীতিমালার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
৮	সনদ সহীহ কিন্তু মতন সহীহ নয়-এরূপ কতিপয় হাদীস
৯	মতন সহীহ কিন্তু সনদ সহীহ নয়-এরূপ একটি হাদীস
১০	পূর্ববর্তী হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে সনদ সংক্ষেপণমূলক হাদীসগ্রন্থ সংকলন
১১	সহীহ ও দ’ঈফ হাদীস নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের সাধারণ নীতিমালা
১২	সহীহ হাদীসের সংজ্ঞার আলোকে সহীহ হাদীস নিরূপণের নীতিমালা
১৩	হাদীসের বিভিন্ন পরিচয়, পরিভাষা ও শ্রেণিবিন্যাস সনদকেন্দ্রিক
১৪	‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’ রচনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা
১৫	‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ
১৬	‘সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন’-এ সংকলিত হাদীসসমূহের সনদ ও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনুসৃত নীতিমালা

প্রথম অধ্যায় : জ্ঞান		
পরিচ্ছেদ	**উপ-পরিচ্ছেদ**	**বিষয়বস্তু**
১	**জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ**	
	১	‘কুরআন’ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস
	২	‘সুন্নাহ’ কুরআনের ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত উৎস
	৩	‘আকল’ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস
	৪	‘বিজ্ঞান’-আকলের আলোকে উদ্ভাবিত জ্ঞান
২	**জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা**	
৩	**কুরআনের জ্ঞান**	
	১	কুরআন থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের নীতিমালা
	২	কুরআনের জ্ঞান, কুরআনের জ্ঞানী এবং কুরআন শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা
	৩	কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
	৪	পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কুরআন অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করার যোগ্যতার পার্থক্য
	৫	কুরআন বুঝা সহজ
	৬	কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব
	৭	সবচেয়ে বড়ো গুনাহ– শিরক না কুরআনের জ্ঞান না থাকা
	৮	কুরআন বুঝে (অর্থসহ) পড়ার আদেশ ও উপদেশ
	৯	কুরআন পড়া ও ধরার (স্পর্শ করা) সাথে ওজু ও গোসলের সম্পর্ক
	১০	অমুসলিমদের কুরআন পড়া ও ধরার (স্পর্শ করা) সাথে ওজু ও গোসলের সম্পর্ক
	১১	কুরআনের কতটুকু অংশের জ্ঞানার্জন করতে হবে
	১২	কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই
	১৩	আল-কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকা না থাকা
	১৪	কুরআন পাঠের সুর

	১৫	যে আমল/বিষয় কুরআনে সরাসরি নেই সেটি ইসলামের মৌলিক আমল/বিষয় নয়
	১৬	ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে কুরআনের সঠিক শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানী হারিয়ে যাওয়া এবং সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়
৪	**সুন্নাহর জ্ঞান**	
	১	সুন্নাহ (হাদীস) থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের মূলনীতি
	২	সুন্নাহর জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সুন্নাহ শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব ও মর্যাদা
	৩	কুরআনের বিপরীত কথা ও কাজ সুন্নাহ (হাদীস) নয়
	৪	প্রচলিত হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা
৫	**আকল**	
	১	আকলকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের নীতিমালা
	২	আকল ও আকলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা
	৩	আকল উৎকর্ষিত বা অবদমিত হওয়া এবং তার মাত্রা
	৪	পূর্ববর্তীদের আকল থেকে পরবর্তীদের আকল উৎকর্ষিত
	৫	আকল, নফস, ক্বলব, সদর ও হৃৎপিণ্ডের শারীরিক অবস্থান, কাজ ও পারস্পরিক সম্পর্ক
	৬	'আকল'-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলা ও জ্ঞানার্জন করা
৬	**বিজ্ঞান**	
	১	সার্বিকভাবে ইসলামে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা
	২	তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব
	৩	কুরআনের নির্ভুলতা (সত্যতা) প্রমাণের ব্যাপারে বিজ্ঞানের গুরুত্ব

	৪	ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব
	৫	ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক বিষয় হিসেবে মানব শরীর বিজ্ঞান/চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
	৬	ইসলামী সমাজ টিকে থাকার সহায়ক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৭	**আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা**	
৮	**জ্ঞান প্রচার**	
	১	সঠিক (সত্য) জ্ঞান প্রচার করার গুরুত্ব ও পুরস্কার এবং না করার শাস্তি
	২	শোনা কথা বিনা যাচাইয়ে বলা বা প্রচার করার গুনাহ ও শাস্তি
৯	**শিক্ষাদান পদ্ধতি**	
	১	শিক্ষকের কাজ জ্ঞান (তথ্য) গিলিয়ে দেওয়া নয়, বরং জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা
	২	শেখানো, বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার সময় সত্য উদাহরণ (তথ্য) ব্যবহার করা
	৩	শেখানো, বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার সময় সত্য উদাহরণ বা তথ্য ব্যবহার করার পদ্ধতি
	৪	শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া বা প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা
	৫	শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থার দিকে খেয়াল রাখা এবং জোর-জবরদস্তি নয় বরং তথ্যের সত্যতা ও যৌক্তিকতার আলোকে শেখানো
	৬	শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার সময় লজ্জা পরিহার করা
১০	**আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণকারীর পরিণতি জাহান্নাম**	
	গ্রন্থপঞ্জি	

শেষ কথা

পুস্তিকার আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে যে– প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' একটি ভুল নাম (Misnomer)। কারণ, প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নয়, বর্ণনা ধারা (সনদ) সহীহ হওয়া হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। এ তথ্যটি মানসম্মত অনেক আলিম জানেন। কিন্তু এটি প্রায় একশত ভাগ সাধারণ মুসলিমের দৃষ্টির বাইরে। সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য হতে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্য সনদের মাধ্যমে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে রসুল (স.)-এর অসংখ্য সত্য হাদীস, প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। বিভিন্ন কারণে রসুল (স.)-এর হাদীস নয় এমন কিছু কথা প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকার মধ্যে ঢুকে গেছে।

তাই, ইসলামী জ্ঞানের ২য় মূল উৎস সুন্নাহ (হাদীস) থেকে প্রকৃত কল্যাণ পেতে হলে মুসলিম জাতিকে প্রচলিত 'সহীহ হাদীস' এবং 'যঈফ হাদীস' বলে বাদ দেওয়া হাদীস থেকে পুস্তিকায় উল্লিখিত প্রবাহচিত্র/মূলনীতির আলোকে বাছাই করে মতন (বক্তব্য বিষয়) সহীহ হাদীসের তালিকা বের করতে হবে। এটি জাতির জীবন-মরণ প্রশ্ন। তাই অনতিবিলম্বে এ কাজ শুরু করতে হবে। আর 'মতন সহীহ' হাদীসের চূড়ান্ত তালিকা বের হওয়ার আগ পর্যন্ত সাধারণ মুসলিমদের মিথ্যা হাদীসের চরম ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য প্রচলিত সহীহ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় সত্য হওয়া হাদীস বোঝায় না, বর্ণনাধারা ত্রুটিমুক্ত হাদীস বোঝায়, এ তথ্যটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষকগণ গত কয়েক বছর ধরে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের একটি খণ্ড চূড়ান্ত করেছেন। গবেষণা কর্মটি জানুয়ারি ২০২১ সালে 'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন– ১ম খণ্ড' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ও মানব সভ্যতার জন্য এ গ্রন্থ বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে।

ভুল-ভ্রান্তি গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় পাঠকদের কাছে অনুরোধ রইল। আল্লাহ আমাদের সকলকে মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী মারাত্মক ক্ষতিকর কথাগুলো উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতিকে জানানোর কাজটি করার সৎ সাহস দান করুন। রাব্বুল আলামিনের কাছে এ দোয়া করে শেষ করছি! আমিন! ছুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

➢ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭, ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮

➢ **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/

➢ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

➢ **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
➢ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
➢ **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
➢ **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
➢ **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
➢ **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
➢ **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী**, ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৭৮৯৫২০৪৮৪

➢ **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২

➢ **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০

➢ **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ চট্টগ্রাম

➢ **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২

➢ **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০

❖ রাজশাহী

➢ **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১

➢ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩

➢ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭

➢ **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৯৩৩৩৪৮৩৪৮, ০১৭১৪৭০৯৯৮০

➢ **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮

❖ খুলনা

➢ **কিউআরএফ খুলনা অফিস : ১৫৯**, শচিনপাড়া, টুটপাড়া, খানজাহান আলী রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯

➢ **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** হামিদপুর আদর্শপাড়া জিন্নাত মুহরীর বাসা ২য় তলা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, ০১৩১৭৭১৬২৭৬, ০১৯৯০৮৩৪২৮২

❖ সিলেট

➢ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮

➢ **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...